শান্তি প্রতিবেদন ২০২০

CENTRE FOR GENOCIDE STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA

শান্তি প্রতিবেদন ২০২০

বিপিও- বাংলাদেশ পিস অবসারভেটরি'র একটি উদ্যোগ

CENTRE FOR
GENOCIDE
STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA

বিপিও উপদেষ্টা পর্ষদ
স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশন
বাংলাদেশ পুলিশ
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
অ্যাকশন এইড
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভোলাপমেন্ট
দি ডেইলি স্টার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদক
অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ

গবেষণা পর্ষদ
অধ্যাপক আমেনা মহসিন
অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন
ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সম্পাদনা সহকারী
হুমায়ূন কবির
নাদিয়া নূর
এফ এম আরাফাত

তথ্য বিজ্ঞানী
উমার গালাদিমা সেহু

গবেষণা সহকারী
আশিক মাহমুদ
ফাইজাহ সুলতানা
হাজেরা খানম
শারিন ফাতেমা
তাসনুবা তাজরিন শাওন
আফনান নূর ভূঁইয়া
শাহ্ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন
তিথি মণ্ডল
মাশিয়াত জাফ্রিন হিয়া
রিফাত ইসলাম রুপক
নাহিয়ান রেজা সাব্রিয়েত
মানসুরা এমদাদ
সাদিয়া আফ্রিন প্রমা

২০তম শান্তি প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) বিশিষ্ট জাতীয় এবং আঞ্চলিক দৈনিকগুলোয় প্রকাশিত সহিংসতার সংবাদসমূহকে সংকলিত করে নথিভুক্ত থাকে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে, বিপিও মোট ১৮৭৫ টি সহিংস[1] এবং ১৫২৮ টি অসহিংস[2] ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

বিপিওর উপাত্ত মতে, মোটের ওপর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আগের দুই মাসের তুলনায় মোট ঘটনা ১৩.৭৮% বেড়েছে। সারণী ১ এ দেখা যায়, সংঘর্ষ, বন্দুকযুদ্ধ এবং সম্পত্তি বিনষ্টের মতো কয়েক ধরণের ঘটনা কমেছে এবং লড়াই, লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন, এবং অপহরণ / জিম্মির ঘটনা বেড়েছে। অন্যান্য ধরণ/ শ্রেণী সমূহে যতসামান্য পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে সাধারণ ছুটিতে অপরাধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসের পর আবারও সারা দেশজুড়ে তা বর্ধমান। মহামারীর মধ্যেও, বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার সাধারণ মানুষকে ভারী বর্ষণের ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছিল। অনেকে এই সময়ে চাকরি হারিয়েছেন বা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়েছেন। সাধারণত, ব্যক্তির অপরাধে জড়ানোর প্রবণতা তার আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারীর প্রভাব এই সময়সীমার মধ্যে সামগ্রিক অপরাধ ও সহিংসতা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিপিও মোট ১২০ টি হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এসব ঘটনার পেছনে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, যৌতুক, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক-ব্যক্তিগত সমস্যা, অপরাধমূলক অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ইত্যাদি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই দুই মাসে পারিবারিক দ্বন্দ্বের ১১৪ টি ঘটনা ঘটেছে এবং এতে মোট ৯৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে, যার মধ্যে ৬৬ জন ছিলেন নারী। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সরকার লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই পারিবারিক এবং যৌতুক-সংক্রান্ত সহিংসতার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।[3] ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর – অক্টোবরের মধ্যে এই বিভাগসমূহে সহিংসতা প্রায় ৩৪% বেড়েছে।[4]

---

[1] **Violent Incident:** According to BPO Codebook: The reported incident involved the intentional use of physical force by an individual or group against another individual or group, in a manner that resulted or could have resulted in death, injury or any other form of physical harm to persons or property.

[2] **Non-violent Incident:** According to BPO Codebook: The reported incident did not involve the intentional use of physical force by an individual or group against another individual or group, in a manner that resulted or could have resulted in death, injury or any other form of physical harm to persons or property, e.g. Arrest, Peaceful Protest, Rescue and Recovery.

3 "COVID-19 lockdown increases domestic violence in Bangladesh", 12 May 2020. Cited in https://www.dw.com/en/covid-19-lockdown-increases-domestic-violence-in-bangladesh/a-53411507, Accessed on 16 December 2020.

[4] Peacegraphics- a BPO e-Newsletter, 30 November 2020. Cited in http://www.peaceobservatory-cgs.org/#/peace-highlights-infogr-viewer, Accessed on 16 December 2020.

শারীরিক আক্রমণের/হামলার ধরণ সমূহের মধ্যে আত্মহত্যা ও আত্মহত্যা চেষ্টার ২৮৭ টি ঘটনা ঘটেছে, এতে ১৫১ জন নারী সহ মোট ২৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে ৩৫ জন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এছাড়াও, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের ৬৫ টি ঘটনা এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ৪৮ টি ঘটনা শারীরিক আক্রমণ/হামলা শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় লাশ উদ্ধারও এই শ্রেণীর আওতায় ধরা হয়েছে।

জুলাই-আগস্ট ২০২০ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সংঘর্ষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে মোট ৮৭ টি সংঘর্ষের ঘটনায় ২৭ জন নারীসহ সর্বমোট ৯৮৬ জন আহত হয়েছেন। এসকল ঘটনায় একজন নারীসহ প্রায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এসবে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশ বা ততোধিক আহত হয়েছে এমন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১৪টি। এসকল সংঘর্ষের পেছনে মূলত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিরোধ, জমিজমা বা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সামাজিক ও ব্যক্তিগত তুচ্ছ বিষয়ের মতো বিষয়গুলিও জড়িত ছিল। তবে ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের যে নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা পূর্বে পরিলক্ষিত হতো এই সময়ের মধ্যে তা লক্ষণীয় হারে কমে এসেছে, সম্ভবত এটি কোভিড-১৯ সঙ্কটের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকার ফল। চিত্র-৩ মতে, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ঢাকা বিভাগে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অধিক সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, ২০২০ সালের জুলাই-আগস্টে মারামারির/লড়াইয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল ৮ তা সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ এ। বিপিওর উপাত্ত অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০ এ মারামারির/লড়াইয়ের মূল কারণ ছিল জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ (১০), যেখানে, জুলাই-আগস্টে ৮ টি লড়াইয়ের বেশিরভাগই ছিল অন্যান্য বিষয়ে।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০ এ যৌন নিপীড়নের ঘটনা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে, জুলাই-আগস্ট ২০২০ এ যেখানে যৌন নিপীড়নের মোট ১৪২ টি ঘটনা ঘটেছিল সেখানে এই দুই মাসে ঘটেছে ৫২১ টি (সারণী ১ দেখুন)। সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে এসকল ঘটনা বেশি ঘটেছে। পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় অক্টোবর ২০২০ এ যৌন নিপীড়নের ঘটনা ১৫৭% বেশি ঘটেছে।[5] যৌন নিপীড়নের শিকার ৫২১ জনের মধ্যে, ২৪০ জন ১৮ বছরের কম বয়সী বালিকা, ১৪৩ জন পূর্ণবয়স্কা নারী এবং ৫৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ছিল। এসকল অপরাধে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের বেশিরভাগই বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, স্থানীয় গুন্ডা/দুর্বৃত্ত, পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, এবং শিক্ষক ইত্যাদি ছিল। ১৬ টি ঘটনায় অপরাধী ছিল নাবালক ছেলে এবং সাতটি ক্ষেত্রে ছিল স্বয়ং পিতা। এসকল ঘটনা অন্যান্য জেলার তুলনায় বরিশালে প্রায় দ্বিগুন ঘটেছে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বন্দুকযুদ্ধের সংখ্যা আগস্টে (৪) বন্দুকযুদ্ধের সংখ্যার সমান ছিল। এবং বিপিও উপাত্ত মতে, সেপ্টেম্বর মাসে একটিও বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা নথিভুক্ত করা যায়নি। জুলাই ২০২০ এ সর্বাধিক এবং সেপ্টেম্বর এ সর্বনিম্ন সংখ্যক বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। অক্টোবরে ঘটিত চারটি বন্দুকযুদ্ধের সবকটিই ঘটেছে চট্টগ্রাম বিভাগে। এসকল ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু এবং আটজনের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বন্দুকযুদ্ধের এহেন হ্রাস সম্ভবত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সিনহা মো. রাশেদ খানের মৃত্যুর যে অত্যন্ত বিতর্কিত ঘটনা ঘটেছিল তার ফল

[5] *ibid*

হতে পারে। এই ঘটনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জড়িত থাকার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল এবং বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রচুর সমালোচনা সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[6]

উপোরক্ত ঘটনাসমূহের বিভাগভিত্তিক নথিভূক্তি এবং সেগুলোর পরিনতির উপর ভিত্তি করে চিত্র ৭ এ একটি স্থানভিত্তিক আভাস তুলে ধরা হয়েছে। গ্রাফচিত্রটি প্রমাণ করে যে, ঘটনার সংখ্যার দিক থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং মৃত্যুর সংখ্যার দিক থেকে যথাক্রমে, দ্বিতীয়, প্রথম ও তৃতীয়, যা আগের দুই মাসের অনুরূপ। কিন্তু ঘটনার প্রবণতা এবং এর পরিনতি বোঝার জন্য যদি জনসংখ্যার অনুপাত[7] বিবেচনায় আনা হয় তবে ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় আহতের সংখ্যা ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীতে বরিশাল বিভাগ প্রথম স্থান দখল করেছে। রাজশাহী বিভাগ মৃত্যুর হার ঘটনার সংখ্যা এবং নারী মৃত্যুর হারে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে, যেখানে হতাহতের সংখ্যা এবং যৌন নিপীড়নের হার বিবেচনায় বরিশাল এবং চট্টগ্রাম যৌথভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। (সারণী ২ দেখুন)।

[6] 'Police repeats the same old story in self-defense', 05 August 2020, Cited in- The Daily Prothom Alo, Pg-1,2.

[7] The population data is based on the Population & Housing Census 2011, Bangladesh by the Bangladesh Bureau of Statistics. Cited in: http://www.bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Census , Accessed on 5 September 2020.

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার কেন্দ্রস্থল ছিল দেশের উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শহীদ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামী শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। এই গণহত্যার ৪১ বছর পর ২০১২ সালের ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। গণহত্যা, সহিংসতা ও অপরাধের বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে সম্বোধন ও প্রশমনের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া সিজিএসের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে সিজিএস বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডে জড়িত, যার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) [Bangladesh Peace Observatory (BPO)]। বিগত তিন বছরের অধিক সময় যাবৎ সিজিএস বিপিও'র মাধ্যমে বাংলাদেশের অপরাধ ও সহিংসতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, ম্যাপিং ও তা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করে আসছে। 'বিপিও' জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি'র পার্টনারশিপ ফর এ টলারেন্ট এন্ড ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ'র [Partnerships for a Tolerant and Inclusive Bangladesh" (PTIB)] একটি অংশ।

www.peaceobservatory-cgs.org তে প্রবেশযোগ্য এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটি ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়। এর পর থেকে বিপিও প্রতিনিয়ত সর্বজনীনভাবে উপলভ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছে এবং নতুন ঘটনাসমূহ যুক্ত করে যাচ্ছে যা শিক্ষা, গবেষণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধ ও সহিংসতাকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারার পথ সুগম করছে।

বিপিও জিআইএস (ভৌগলিক তথ্য নির্ধারক)-ভিত্তিক ম্যাপিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স (তথ্য বিশ্লেষণ) প্রযুক্তি-সম্পন্ন উন্মুক্ত তথ্য পরিবেশন করে যা ব্যবহারকারীদেরকে সময়, ভৌগলিক বিস্তার এবং ধরণের ভিত্তিতে সহিংসতা, অপরাধ এবং অন্যান্য তথ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। এছাড়া বিপিও তথ্য ভান্ডারে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরের (বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা) স্বয়ংক্রিয় প্রোফাইল। বিপিও ব্যবহারকারীরা সহিংসতার প্রবণতা, অবস্থান, সংঘটক এবং এর প্রভাবে মৃত্যু, আহত, গ্রেপ্তার এবং সম্পদের ক্ষতির দিক অনলাইনে দেখতে, ফিল্টার করতে এবং বিশদ গবেষণার জন্য বিনামুল্যে ডাউনলোড করতে পারেন। এখন অবধি, বিপিওতে জানুয়ারী ২০১৪ থেকে ২০২০ পর্যন্ত তথ্য উন্মুক্ত রয়েছে। বর্তমানে দৈনন্দিন অপরাধ ও সহিংসতার তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথে বিপিও ২০১৩ সালের তথ্য সংগ্রহ করছে এবং আরো অতীতের তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। উপদেষ্টামণ্ডলী কর্তৃক প্রদানকৃত পরামর্শ এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সময়ানুক্রমে বিপিও উন্নত কাঠামো, নতুন অনুসন্ধান বিকল্প এবং উন্নত ফিল্টারিং বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): মূল কার্যক্রম

জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি'র 'পার্টনারশিপ ফর এ টলারেন্ট এন্ড ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ' গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিপিও নিম্নোক্ত কর্মসম্পাদন করে থাকেঃ

- অপরাধ ও সহিংসতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও উন্মুক্ত বিশ্লেষণঃ জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে বিপিও সারা বাংলাদেশে থেকে মোট ২৬০৩৮ টিরও বেশি ঘটনা তথ্য হিসেবে সংগ্রহ করেছে। এই ঘটনাগুলি একটি অনলাইন ড্যাশবোর্ডে প্রবেশ করানো হয় এবং যথাযথ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার পর ওয়েবসাইটে তা উন্মুক্ত করা হয়।
- মাইক্রো-ন্যারেটিভ (ক্ষুদ্র আখ্যান)ঃ দেশের শান্তি ও সহিংসতার গতিশীলতা বোঝার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিপিও সিজিএসের নানাবিধ গবেষণায় সংগৃহীত ক্ষুদ্র আখ্যান-সমূহ এর বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে।
- দ্বীমাসিক/পাক্ষিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশঃ বিপিওর অংশ হিসাবে, সিজিএস বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শান্তি প্রতিবেদন (পিস রিপোর্ট) প্রকাশ করে। এই পর্যন্ত মোট ২০টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ সালে, সিজিএস মোট ছয়টি দ্বিমাসিক ও একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকল প্রতিবেদন http://peaceobservatory-cgs.org/#/peace_report লিঙ্কে পাঠ এবং ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বিপিও নিয়িমিত অনলাইনে সাপ্তাহিক/মাসিক শান্তিচিত্র (পিস গ্রাফিক্স) প্রকাশ করে থাকে যা শুধুমাত্র গ্রাফিক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের সহিংসতা পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করে। সকল শান্তিচিত্র http://peaceobservatory-cgs.org/#/highlights লিঙ্কে পাঠ এবং ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সম্মেলনঃ সিজিএস প্রতিবছর গণহত্যা ও গণ-সহিংসতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যাতে বিপিও'র সহযোগিতায় একটি সহিংস উগ্রবাদ সংশ্লিষ্ট প্যানেল থাকে।
- ফেলোশিপঃ ২০১৮ সাল হতে বিপিও ফেলোশিপ আকারে গবেষণা অনুদান প্রদান করছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক কাজের মাধ্যমে বিপিও তথ্য ভান্ডারের সাথে গবেষকদের সম্পৃক্ত করা। ২০১৯ সালে চূড়ান্ত বাছাইয়ের মাধ্যমে দুইজন শিক্ষক, একজন মানবাধিকার কর্মী ও একজন পেশাজীবী সহ মোট চারজনকে ফেলোশিপ-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
- সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ গবেষণাঃ ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় সিজিএস বিভিন্ন সময়ে যৌথ গবেষণাকার্য পরিচালনা করছে। এই কর্মকান্ডে বিপিও গবেষণার জন্য তথ্য ও ম্যাপিং সহায়তার পাশাপাশি উন্মুক্ত তথ্য আহরণ এবং একাডেমিক ও নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণে ভূমিকা রাখছে।
- সহিংস উগ্রবাদ দমন শীর্ষক পেশাদারী কোর্স (Professional Certificate Course on Preventing Violent Extremism): বিগত বছরসমূহে সিজিএস মোট সাতটি কোর্স সাফল্যের সাথে আয়োজন করেছে। এই কোর্সটিতে সহিংস উগ্রবাদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ পাঠদান করেন এবং সিজিএস এই কোর্সের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহন করে থাকে। এতে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সমূহের চৌকশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ অংশগ্রহন করেছেন।

- ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামঃ আন্তর্জাতিকভাবে বিপিওকে সুপরিচিত করতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে সিজিএস এবং ইউএনডিপি নিয়মিত ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে।
- উপদেষ্টা পর্ষদ সদস্যদের সাথে যৌথ প্রোগ্রামঃ বিপিও উপদেষ্টা বোর্ড সরকারী সংস্থা, প্রতিরক্ষা বাহিনী, বেসরকারী সংস্থা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম- এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনন্য পর্ষদ। উপদেষ্টা বোর্ড নিয়মিত সভার মাধ্যমে তথ্য যাচাইকরণের অগ্রগতি, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, একাডেমিক গবেষণা, ফেলোশিপ সিলেকশন বোর্ড গঠন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং বিপিওর সামগ্রিক উন্নতির জন্য পরামর্শ দান করেন। এছাড়াও উপদেষ্টা বোর্ড বিভিন্ন উপাত্তের সাহায্যে অপরাধ ও সহিংসতার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, যৌথ গবেষণা ও কর্মসূচী পরিচালনা এবং ক্ষুদ্র আখ্যান-সমূহের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। উপদেষ্টা বোর্ডে সদস্য হিসেবে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, দি ডেইলি স্টার, একশনএইড এবং ২০১৯ সালে যোগদানকৃত বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইকরণ পদ্ধতি

বিপিও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যা ওয়েবসাইট ডেভেলপার সংস্থা জেটেক সিস্টেমের কারিগরি সহায়তায় প্রণীত। তথ্য সংগ্রহের এই অনলাইন সিস্টেমটি ব্যবহার করে বিপিও'র গবেষণা-তথ্য বিশ্লেষক দল একটি কোডবুক অনুসরণ করার মাধ্যমে ঘটনা শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে নথিভুক্ত করে। লিপিবদ্ধ করার পর তথ্যটি একটি নিবিড় যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়। ১৫টি[৪] জাতীয় ও আঞ্চলিক খবরের কাগজ ও তাদের ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৪] দৈনিক প্রথম আলো, দি ডেইলি স্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, দি ডেইলি নিউ এজ, দি ডেইলি বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক পূর্বকোন (চট্টগ্রাম), আজকের বার্তা (বরিশাল), আজকের ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ), দৈনিক পূর্বাঞ্চল (খুলনা), দৈনিক করতোয়া (বগুড়া), দৈনিক সিলেটার ডাক (সিলেট)।

করোনাভাইরাস এবং তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা

- নাহিয়ান রেজা সাব্রিয়েত

সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই পটভূমিতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও), সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস) দেশব্যাপী তথ্য রেকর্ড, বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন করার জন্য কোভিড-১৯ ডেটা ম্যাপিং এবং বিশ্লেষণের ধারণা নিয়ে আসে। আলোচ্য লেখনীর লক্ষ্য হ'ল ডেটাসেটটি ব্যবহার করে করোনাকালীন প্রভাবসমূহের সংক্ষিপ্তসার বিশ্লেষণ। বিপিও-র কোভিড -১৯ ডেটাসেটে গুজব, সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিবাদ, ভীতি, শাস্তিবিধান এবং স্থিতিস্থাপকতা সহ অনেকগুলি মূল বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিম্নলিখিত অংশে, এই বিষয়গুলি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক চিত্রের সাথে দেশীয় অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

গুজব ও কলঙ্ক

বহির্বিশ্ব বা দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনও প্রতিবেশী দেশের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগে বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভাইরাস ছড়ানোর জন্য চীনকে দোষারোপ করতে দেখা যায়। এছাড়াও পুরো বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী মাস্ক ব্যবহারের বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য সরবরাহ করে। দক্ষিণ এশিয়াতে, বলিউডের এক জনপ্রিয় তারকা করোনার নিরাময়ের নিয়ামক হিসাবে ভুল তথ্য সম্বলিত টুইট করেন; পাকিস্তানে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে চিকিৎসকরা বিষাক্ত তরল ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীদের হত্যা করছেন; এবং, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ভাইরাস নিরাময়ের জন্য গুল্ম ব্যবহারে উদ্‌বুদ্ধ হয়। ২০২০ সালের মার্চের শেষ দুই সপ্তাহ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দিকে বাংলাদেশে গুজবের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল। ২০২০ সালের ১৫ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারির মধ্যে গুজব রটানোর দায়ে মোট ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ঢাকা অঞ্চলে (৩৫)। ২০২০ সালের আগস্টের পর থেকে গুজব-সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা কমতে শুরু করে।

একইভাবে, মহামারী সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতা নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক কলঙ্ক এবং অসদাচরণের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, বিপিও ডেটাসেট অসদাচরণ এবং সামাজিক কলঙ্ক সম্পর্কিত মোট ২৪৫ টি ঘটনা রেকর্ড করেছে। মার্চ এবং এপ্রিলের দিকে ঘটনার সংখ্যা বেশি ছিল, যা পরবর্তীতে হ্রাস পেতে শুরু করে। কলঙ্কের উৎসগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ছিল চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের অজ্ঞতা (৭০); এছাড়াও ছিল সৎকার বা দাফনে অস্বীকার (৬৩) এবং পরিবারের সদস্য বা সহকর্মীদের থেকে বর্জন (৪৭)।

কিছু বিশেষ গোষ্ঠী, যেমন- নারী, প্রত্যাগত অভিবাসী ও শ্রমিকদের কলঙ্ক এবং মৌখিক নির্যাতনের বেশি মুখোমুখি হতে হয়। ২০২০ সালের জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে গাইবান্ধার এক মহিলাকে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তির অনুমতি না পেয়ে রাস্তায় সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে, বিদেশফেরত অভিবাসীদের আশকোনা হজ ক্যাম্পে দ্রুত স্থানান্তর ও পৃথকীকরণ ছাড়াও, সিলমুদ্রণ, বাড়িতে লাল নিশান দেয়া, স্থানীয় বাজারে ও রেস্তোরাঁয় প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

প্রতিবাদ

লকডাউনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভগুলি বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলেই কমবেশি দেখা যায়। অ্যান্টি-মাস্ক এবং লকডাউন বিরোধী প্রতিবাদগুলি ২০২০ সালের জানুয়ারীর দিক থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এখনও বর্তমান। এমনকি করোনা প্রতিরোধে বিশ্বে প্রশংসিত নিউজিল্যান্ডের মতো দেশও ২০২০ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এবং ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েক দফা বিক্ষোভ এর সম্মুখীন হয়। ২০২০ সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিবাদের সাথে সম্পর্কিত ৩০৩ টি ঘটনা বিপিও ডেটাসেটে রেকর্ড করা হয়। মে মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে এবং জুলাইয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহের কাছাকাছি ঘটনার সংখ্যা বেশি ছিল। এ বিক্ষোভের প্রাথমিক নিয়ামক ছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে প্রতিবাদটি মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হ'ল রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) খাতের শ্রমিক বিক্ষোভ, যেখানে নারী অনন্য চালিকাশক্তি। প্রথমদিকে বিক্ষোভ কর্মসূচির শুরুতে শ্রমিকরা প্রথমে সাধারণ ছুটির নোটিশ পেলেও হঠাৎ তাদের ফিরে আসতে বলা হয় যা নিয়ে পরবর্তীতে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। বিপিও ডেটাসেট হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশে সংঘটিত বিক্ষোভের পেছনের কারণগুলির মধ্যে শীর্ষ তিনটি কারণ ছিল -

(ক) বেতন ও ইদ বোনাসের জন্য প্রতিবাদ (৩২ শতাংশ)

(খ) ত্রাণ / সহায়তা / খাদ্যদ্রব্যের জন্য প্রতিবাদ / সরকারী হস্তক্ষেপের দাবি (১৯ শতাংশ)

(গ প্রস্তাবিত বাজেটের বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, লকডাউন ঘোষণা ও পুনরায় খোলার বিষয়ে (১৩ শতাংশ); বাস ভাড়া ও স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি সংক্রান্ত (১৩ শতাংশ); এবং বেতনকর্তন সংক্রান্ত প্রতিবাদ (১৩ শতাংশ)

ভীতি

বিশ্বব্যাপী করোনাভীতির একটি প্রথম দিকের নিদর্শন দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের সুপারশপগুলিতে টয়লেট টিস্যু ও অন্যান্য স্যানিটারি দ্রব্যের যখন ঘাটতি দেখা দেয়। এছাড়া, করোনা পরিস্থিতর দরুন বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর ভীতির প্রভাবের ধরণেও পরিবর্তন আসে। উদাহরণস্বরূপ - জাপানে আত্মহত্যারর কারণে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা নারীর তুলনায় স্বভাবতই অধিক। তবে ১১ বছরের মধ্যে এই প্রথম আত্মহত্যার হার কমার পরিবর্তে বেড়েছে। অন্যদিকে, নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ১৫ শতাংশ বেড়েছে, যা মহামারীর হেতু নারীদের পুরুষদের তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের সংস্পর্শে আসার এবং এর দরুন মানসিক বিপর্যয় এর কারণে হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। বিপিও ডেটাসেট ২০২০ সালের ৩০ মে থেকে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারির মধ্যে ভীতি সংক্রান্ত ১৪২০ টি ঘটনা এবং ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া ১৪০ টি চরম আতঙ্কের ঘটনা রেকর্ড করে। উল্লেখযোগ্যভাবে চার ধরণের চরম আতঙ্কের ঘটনা ঘটেছিল: পরীক্ষিত রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ার পরে হাসপাতাল থেকে পলায়ন, করোনা আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পলায়ন, কর্মীদের পজিটিভ পরীক্ষিত হবার পর কর্মপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য করা, এবং, আত্মহত্যা। এক্ষেত্রে ডেটা বা তথ্যের ভুল প্রয়োগ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর কুপ্রভাব ও লক্ষনীয়। যেমন- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২০ সালের জুনের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ টানা পাঁচ দিনের জন্য বিশ্বের শীর্ষ দশ বিপর্যস্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে অবস্থান করে। সংবাদটি জনসাধারণের মধ্যে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া উভয়ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হয়। তবে, হিসাবটি পুরোটাই ছিল "নতুন কেস" এর উপর নির্ভর করে তৈরি করা এবং সুস্থতা বা বা মৃত্যুর হার সেই ডেটাসেটে উপস্থাপিত হয়নি। তবে, এহেন আংশিক রিপোর্টের অতিরিক্ত প্রচার জনসাধারণের মধ্যে ভীতিকে চরম আতঙ্কে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

দন্ডবিধান ও স্থিতিস্থাপকতা

বিশ্বের সবক'টি দেশ কেই তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং অভিযোজ্যতারকমবেশি লকডাউন সংক্রান্ত দণ্ডবিধান বা জরিমানা আরোপ করতে হয়। ২০ তম সিজিএস শান্তি সমীক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ জুড়ে করোনাকালীন জরিমানার বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে, ২০২০ সালের ৮ ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত শাস্তি ও জরিমানা সংক্রান্ত ১৮,৭৩০ টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়। এক্ষেত্রে মূল কারণগুলি হ'ল: জনসমাগমে মাস্ক না ব্যবহার করা, গণপরিবহণে স্বাস্থ্য বিধি রক্ষা না করা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সরকারী আদেশ লঙঘন করা, যানবাহনে অতিরিক্ত লোক বহন করা, শিক্ষালয়ে কার্যক্রমের অব্যহত রাখা, নকল মেডিকেল পণ্য ও ঔষধ বিক্রয় করা, জাল গ্লাভস, মুখোশ, পিপিই, অক্সিজেন সিলিন্ডার বিক্রয়, স্বাস্থ্য / চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনিয়ম, সামাজিক দূরত্ব লঙঘন এবং লকডাউন চলাকালীন জুয়াখেলা বা অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার (wave) এক মাসের পরে জরিমানা বা আটককৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা চূড়ান্তভাবে বেড়ে যায়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সংক্রমণ হারে উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দিলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত আইন লঙঘন সম্পর্কে সক্রিয় এবং সতর্ক ছিল।

অন্যদিকে করোনা প্রতিরোধে জন-স্থিতিস্থাপতা প্রমাণ করে কীভাবে সামগ্রিকভাবে দেশ ও সমাজ ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী, স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার উত্থান হয় মাস্ক তৈরি এবং বিতরণকে ঘিরে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের প্রকল্পটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। জুলাইয়ের মধ্যে, এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের তৃতীয় পর্বটি সফল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার এবং চীনের সিনোভ্যাকের মতো অন্যান্য সংস্থাও একই পথ অনুসরণ করে। বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থা, যেমন - ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং আসিয়ান ভ্যাকসিন-কূটনীতির মধ্যে যুক্ত হয়। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি ও কূটনীতি পর্যালোচনা দেশ এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের জন্য প্রতিযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে বিপিও ডেটাসেটে মোট ২১০ টি স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত ঘটনা রেকর্ড করা হয়। আইনী এবং প্রশাসনিক উদ্যোগগুলি এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল; তবে সর্বোচ্চ শতাংশ অবদান ছিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (৩০.৮৫ শতাংশ)। শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন পাঠ্যক্রম এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের তাদের শেখার প্রক্রিয়াটিকে সচল রাখার সুযোগ করে দেয়। তবে এটি একটি কঠোর বাস্তবতাও উন্মোচন করে। ইউনিসেফ এর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় ৬৩ শতাংশ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে কোনও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১২.১১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৯ টি প্যাকেজ সরবরাহের সিদ্ধান্তকে দেশব্যাপী প্রশংসিত হ্যয়েছিল। ২০২০ সালের নভেম্বরের পরে এ বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুটি ভ্যাকসিন তৈরি ও সরবরাহের দিকে সরে যায়।

প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে তথ্যের প্রাচুর্য অবশ্যই ইতিবাচক একটি বিষয়। তবে এ তথ্যের শক্তি নির্ভর করে সঠিক চিত্রায়নের উপর। সিজিএস এর কোভিড -১৯ ম্যাপিং এ উঠে আসা গুজব, কলঙ্ক, প্রতিবাদ, শাস্তিবিধান এবং স্থিতিস্থাপকতার বিষয়গুলি যদি গবেষকদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে পারে, তবেই সে উপাত্তসমূহের দায়বদ্ধতা পূর্ণ হবে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও প্রত্যাবাসন ইস্যুতে কোভিড-১৯ এর প্রভাবঃ ২০২০ সালের পর্যালোচনা

-ফাইজাহ সুলতানা

২০২০ সালের প্রথমদিকেই চলমান রোহিঙ্গা ইস্যুকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের মূখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোভিড-১৯ মহামারি। রোহিঙ্গা শরণার্থী কেন্দ্রগুলো অধিক পরিমাণে ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সেইসব স্থানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বরাবরই উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

২০২০ এর ১৪ মে তারিখে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রথম কোভিড-১৯ সংক্রমণ শণাক্তের পর ৩১ মে তারিখে প্রথম মৃত্যু ঘটে। ২০২১ সালের ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ নিশ্চিত হয় ৩৬৭ জনের, মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ জনে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিলেন বৃহত্তর শরণার্থী কেন্দ্রগুলোয় কোভিড-১৯ এর অতিদ্রুত সংক্রমণে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে। আবহাওয়ার প্রভাবে অবস্থা সংকটাপন্ন হয় বটে, তবে কেন্দ্রগুলোতে তরুন জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় বিশেষজ্ঞরা কিছুটা আশাবাদী ছিলেন। কেন্দ্রগুলোতে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের নেটওয়ার্ক ব্যাবস্থা নিষিদ্ধ করে দিলেও পরে বাংলাদেশ সরকার ২০২০ এর আগস্ট মাসে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সাহায্য সংস্থাগুলো কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও সহায়তামূলক কর্মকান্ডে অগ্রসর হয়ে সামাজিক দূরত্ব এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করলেও স্বল্পসংখ্যক পায়খানা ও স্বাস্থ্যব্যাবস্থার ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কার্যকারিতা বিষয়ে সংকট থেকেই যায়। কোভিড শণাক্তকরণ এবং সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বেশ কিছু শরণার্থী পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার শঙ্কায় করোনা টেস্টই করায়নি, ফলে সংক্রমনের প্রকৃত সংখ্যা আড়ালেই রয়ে গেছে।

করোনার সংক্রমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশ সরকার ২৭শে মার্চ থেকে ৩১শে মে ২০২০ পর্যন্ত সরকারী ছুটি ঘোষণা করে। জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক ভূমিকা পালন করে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে করোনা সংক্রমন রোধ করতে ২৩শে মার্চ থেকে ত্রাণসংস্থাগুলোকে সীমিত পরিসরে প্রবেশ ও কার্যক্রমের নির্দেশ দেয়া হয়। ৮ই এপ্রিল থেকে পুরো জেলায় লকডাউন ঘোষণা করার পর কার্যক্রমের পরিসর আরও সীমিত হয়ে যায়।

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আদালত গাম্বিয়ার প্রস্তাবিত প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো মঞ্জুর করে। বাংলাদেশও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন তরান্বিত করার লক্ষ্যে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং চীন এক্ষেত্রে প্রত্যাবাসনের পক্ষে অবস্থান নেয়। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কোনোপ্রকার নিরাপত্তার আশ্বাস ছাড়া ফিরে যেতে চায়নি দেখে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। নভেম্বরে মিয়ানমারে নতুন সরকার নির্বাচিত হয় এবং ২০২১ এর জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সচিব পর্যায়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ওই বছরের জুন মাসে শুরু হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসেই মিয়ানমারে সেনাঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। এই আকস্মিক ঘটনায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মিশ্রপ্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার কিছুসংখ্যক শরণার্থীদের নোয়াখালি জেলার ভাসানচর দ্বীপে স্থানান্তর করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক নির্মিত এই দ্বীপের সুসজ্জিত ও পরিকল্পিত বাসস্থলে ২০২০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রায় ৩৫০০ রোহিঙ্গা স্থানান্তরিত হয়েছে, ২০২১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতেও এই প্রক্রিয়া চলমান থাকার কথা। তবে আন্তর্জাতিক মহল বাংলাদেশের এই পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিপিও এর তথ্যানুসারে, ২০২০ সালে সর্বমোট ২৪৯ টি প্রকাশিত/প্রতিবেদনকৃত ঘটনার মধ্যে সহিংস এবং অ-সহিংস ঘটনার সংখা যথাক্রমে ৮৩ এবং ১৬৬ টি। ২০১৯ সালে মোট ২২৪ টি ঘটনার মধ্যে সহিংস ঘটনার সংখ্যা ছিলো ৮০ এবং অ-সহিংস ঘটনার সংখ্যা ছিলো ১৪৪। মোট ঘটনার সংখ্যা ১১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

২০২০ সালে মোট বন্দুকযুদ্ধের সংখ্যা ৩৮ থেকে নেমে ২৮ এ দাঁড়ায়। এরমধ্যে ২৫ টি বন্দুকযুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জড়িত ছিলো এবং বাকি তিনটি ঘটনার কেন্দ্রে ছিলো রোহিঙ্গা শিবিরের বাইরে আধিপত্য বিস্তারকারী দূর্বৃত্তরা। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রতিপক্ষ ছিলো মাদক ব্যাবসায়ী(১৩), ডাকাত(১০) এবং ইয়াবা ব্যাবসায়ী(২)। বেশিরভাগ মৃতদেহের পাশে বেশকিছুসংখ্যক ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছিল।

২০২০ সালে ২৬ টি হামলার ঘটনা ঘটে যার মধ্যে ৭ টির লক্ষ্য ছিলো বাংলাদেশের স্থানীয়, এনজিও এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী; দশটি ঘটনা রোহিঙ্গাদের দ্বারা এবং রোহিঙ্গাদেরই বিরুদ্ধে, ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে সংঘটিত হয়। তিনটি ঘটনায় দুইটিতে দুজন রোহিঙ্গা নারী আত্মহত্যা করেন এবং একটিতে একজন নারী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। একটি ঘটনায় একজন অটোরিকশাচালককে স্থানীয় ছিনতাইকারীরা খুন করে। ২০১৯ সালে কোনো দ্বিপাক্ষীয় সংঘর্ষ হয়নি, তবে ২০২০ সালে সংঘটিত সংঘর্ষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ টিতে। সংঘর্ষের পেছনে মূল কারণ ছিলো প্রধাণত ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে আধিপত্য বিস্তার।

১০৭ জন রোহিঙ্গা মাদক ব্যাবসায়ীকে ইয়াবা ও মাদকসহ আটক করা হয়। ৭ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয় জাল বাংলাদেশী পরিচয়ে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিবেদন অনুসারে ১৭ জন মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে, যার ফলে অন্তত ৫৩৭ জন রোহিঙ্গাকে পাচার হওয়া থেকে রক্ষা করা গেছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে, এবং নিপীড়িত জনগোষ্ঠী প্রবল স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়েছে। শরণার্থী শিবিরে প্রবেশে সীমাবদ্ধতার কারণে করোনার টিকা প্রয়োগে বেশ বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং অধিক ঘনবসতিপূর্ণ শরণার্থী কেন্দ্রে, যেখানে প্রতি বর্গমিটারে ১০ জন মানুষের বাস, সেখানে সামাজিক দূরত্বও মেনে চলা কঠিন। ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা গেলেও তা কতটুকু নিরাপদ তা নিয়ে এখনও আন্তর্জাতিক মহলের অস্বস্তি কাটেনি। মিয়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাও রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কোভিড -১৯ মহামারী ও শ্রম অভিবাসন: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট[9]

-নাদিয়া নূর[10]

অভিবাসন অনেক যুগ আগে থেকে প্রচলিত আছে যা উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশগুলিকে সংযুক্ত করে। মানুষের স্থানান্তর হ'ল এক ভৌগলিক অবস্থান থেকে অন্য ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে মানুষের চলাচল, যা মূল দেশের অভ্যন্তরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে হতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন হ'ল এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের চলাচল, যা অর্থনৈতিক স্থানান্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সহিংস সংঘাত, জাতিগত বিভাগ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অনেক যুগ আগে থেকে মানুষ অভিবাসন করছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং যোগাযোগের পদ্ধতিগুলিতে সমসাময়িক অগ্রগতি অভিবাসনকে সহজত এবং দ্রুততর করে তুলেছে। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমনকারী অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ২০২০ সাল ব্যতীত প্রতি বছরই বেড়েছে । কোভিড -১৯ মহামারী অভিবাসন খাতে একটি অভূতপূর্ব সংকট সৃষ্টি করেছে। ২০২০ সালে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং জরুরী অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে বা করোন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য দেশব্যাপী লকডাউন জারি করে। এই বিধিনিষেধগুলি বিশ্বজুড়ে অভিবাসী কর্মীদের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছে। কোভিড -১৯ মহামারী শ্রম বাজারে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব ফেলবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শুধুমাত্র ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া থেকে দুই লাখেরও বেশি শ্রমিক বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। এছাড়াও অনেক অভিবাসী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। এই গবেষণাপত্র বাংলাদেশের অভিবাসন খাতে মহামারী দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরবে। এছাড়াও, এটি বিদেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিক এবং দেশে ফেরত আসা অভিবাসীদের উপর কোভিড -১৯ মহামারীর প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

কোভিড -১৯ এবং বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন পরিস্থিতি:

কোভিড -১৯ বাংলাদেশের অভিবাসন খাতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালে বিদেশের কর্মসংস্থান ২০১৯ সালের তুলনায় ২২১.৬৬% হ্রাস পেয়েছে। যা গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অভিবাসী কর্মীরা অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মহামারীর প্রকোপ এই সমস্যাটিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। 'ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিপোর্ট 2020' অনুসারে COVID-19 বিশ্বব্যাপী অভিবাসন প্রায় 30% কমিয়েছে। দক্ষিণ-এশিয়া অভিবাসী শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং বিশ্বের দ্বিতীয় রেমিট্যান্স- অর্জনকারী অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়।বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ১৩ কোটি অভিবাসী শ্রমিক বিদেশে কাজ করছেন। এটি স্বল্প দক্ষ এবং মৌসুমী কর্মীদের প্রভাবিত করেছে। লক্ষণীয়ভাবে, কোভিড -১৯ এর প্রভাব শুরু থেকে শেষ অবধি অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে উপস্থিত রয়েছে। অভিবাসন

[9] Bureau of Manpower Employment and Training (BMET), Statistical Report 2020, Cited in http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/viewStatReport.action?reportnumber=25 Accessed February 5, 2021.

[10] Research Manager, Bangladesh Peace Observatory (BPO), Centre for Genocide Studies, University of Dhaka

প্রক্রিয়া চারটি ভিন্ন ধাপে ভাগ করা যায় -- অভিবাসনের পরিবেশ, প্রাক-প্রস্থান, গন্তব্য দেশে যাবার পরবর্তী অবস্থা এবং পুনর্বাসন ।

অভিবাসন পরিবেশ:
অভিবাসনের অনুকূল পরিবেশ থাকা বাঞ্চনীয়। কোভিড -১৯ ফলে সৃষ্ট সংকটের দরুন এখন অনেকেই বিদেশে যেতে আগ্রহী নন, এর অন্যতম প্রধান কারণগুলো হলো সামাজিক সুরক্ষা না থাকা, চাকরী থেকে বরখাস্ত হওয়া, গন্তব্য থেকে হঠাৎ ফিরে আসা, বেতন কাটা এবং ফিরে আসার পর পর্যাপ্ত পূণর্বাসন ব্যবস্থা না থাকা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, আইএলওর ফেয়ার মাইগ্রেশন এজেন্ডা অভিবাসন পরিবেশ তৈরিতে কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশে অভিবাসী বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে:

- অভিবাসীদের অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা
- অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শোষণ রোধ করা
- আঞ্চলিক সংহতকরণ প্রক্রিয়াতে ন্যায্য মাইগ্রেশন স্কিম প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া
- সমঝোতা স্মারক ছাড়াও গন্তব্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গড়ে তোলা

প্রাক প্রস্থান / বিদেশে যাবার আগে:
অভিবাসন প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ধাপগুলি মহামারীর সময় বন্ধ বা আংশিকভাবে খোলা ছিল। যার কারণে অনেকে বিদেশ যাওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেননি। প্রস্থানের পূর্বে অভিবাসী কর্মীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন পাসপোর্ট, চাকরির চুক্তি, ভিসা, এবং বিএমইটি বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) থেকে ৩ দিনের প্রাক-প্রস্থান অভিমুখ প্রশিক্ষণ সহ কিছু আইনী আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যান। বিদেশে কাজ করার জন্য স্মার্ট কার্ড পাওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। এই পর্যায়ে, সাব-এজেন্টস বা দালাল কাজ করে কারণ বেশিরভাগ অভিবাসী শ্রমিক গ্রামাঞ্চল থেকে আসে। এক্ষেত্রে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য সাব-এজেন্টস বা দালালের উপর নির্ভর করে।

গন্তব্য দেশে যাবার পরবর্তী অবস্থা:
বিদেশে কর্মসংস্থান পেতে আগ্রহীরা সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ভাবেই বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বিদেশে কাজ করার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রভাব রয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকরা যে বড় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন তা হলো কম মজুরি, অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ কাজের পরিবেশ, শারীরিক নির্যাতন, জোরপূর্বক শ্রম এবং প্রতিকূল জীবনযাপন। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করা নারী অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিয়োগকর্তার দ্বারা শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং ধর্ষণের শিকার হয়। তাদের পাসপোর্ট তাদের নিয়োগকর্তা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার কারণে বেশিরভাগ সময় শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হন। যদি তারা বাইরে কাজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে বা কাজের জায়গা ছেড়ে যায় তবে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, তাদের একই জায়গায় তাদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রমিকই প্রতিশ্রুতির চেয়ে কম বেতন পায়। উৎকণ্ঠার বিষয় হ'ল অননুমোদিত শ্রমিকরা কম মজুরিতে বা কোনও অর্থ প্রদান ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হয়। অভিবাসী শ্রমিকরা বিদেশে যেসমস্ত সমস্যায় পরে তার মধ্যে অন্যতম হলো বেকারত্ব, ফেরত পাঠানোর আশঙ্কা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, অতিরিক্ত ফি আদায় করা, স্বল্প মজুরি এবং চলাফেরার স্বাধীনতার অভাব।

রিটার্ন/ পুনর্বাসন:

বিদেশে শ্রমিকরা সামাজিক সুরক্ষা নীতির কোনো প্রকার সুবিধা পান না। মহামারী চলাকালীন, বাংলাদেশী অভিবাসী সহ বেশিরভাগ অভিবাসী চাকরি হারিয়েছেন। এটি অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। অভিবাসী শ্রমিকরা যেসব কারণে দেশে ফিরে আসছেন সেগুলো হলো বেকারত্ব, নিম্ন মজুরি এবং সুযোগ-সুবিধার অভাব ।

করোনভাইরাস চলাকালীন যেসব দেশ থেকে চাকরি হারানোর পরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ফিরে এসেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। অভিবাসী শ্রমিকদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে গন্তব্য দেশের সামাজিক ও বিচার বিভাগীয় সুরক্ষা ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। বর্তমানে, ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কোনও তথ্য নেই। নিজ দেশে ফিরে আসার পরে, অভিবাসী শ্রমিকরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ফেরত আসা অভভিবাসীদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনর্বাসন অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। ২০২০ সালের এপ্রিলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (পিকেবি) ফিরে আসা অভিবাসীদের সহায়তার জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল তৈরি করে। প্রত্যাবাসী অভিবাসীদের টেকসই পুনরায় সংহতকরণ নিশ্চিত করতে সরকার ৫০০ কোটি টাকার আরও একটি প্রকল্প তৈরি করেছে। একই সাথে, বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও উপসাগরীয় দেশগুলিতে চাকরির হ্রাস এবং কম বেতনের সুযোগের কারণে ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে অভিবাসনের সহজ সুযোগও অনুসন্ধান করছে। প্রায় দুই লাখ অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক মালয়েশিয়ায় বসবাস করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে কোভিড -১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার অনিবন্ধিত অভিবাসীদের নিয়মিত করার জন্য মালয়েশিয়ার সরকারের কাছে যোগাযোগ করেছিল।

<u>অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্যমান আইনী কাঠামো:</u>

বাংলাদেশি প্রবাসীদের সুস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার অসংখ্য আইন, নীতি ও আইন অনুমোদন করেছে।

- বিদেশী কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬
- মানব পাচার রোধ ও দমন আইন ২০১২
- বিদেশী কর্মসংস্থান এবং মাইগ্রেশন আইন ২০১৩
- গার্হস্থ্য কর্মী সুরক্ষা এবং কল্যাণ নীতি ২০১৫
- প্রবাসীদের কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬
- ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার বোর্ড অ্যাক্ট -২০১৮

এই আইনী সুরক্ষার সরঞ্জামগুলির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিও অনুমোদন করেছে যা অভিবাসীদের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত। দেশটি ১৯৮৪ সালে সিডিএডাব্লুতে কিছু রিজার্ভেশন দিয়েছিল। সংবাদদাতা, সরকার আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির নয়টি অনুমোদন করেছে। বিদ্যমান আইনগুলির পাশাপাশি বীমা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যা প্রতিটি অভিবাসী কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত। সকল অভিবাসীদেরকে বীমার আওতায় আনার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একটি খসড়া আইন তৈরি করেছে। যদি এটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এটি অভিবাসীদের বোঝা হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।

ওয়েজ আর্নার ওয়েলফেয়ার বোর্ড অ্যাক্ট -২০১৮-*তে বর্ণিত রয়েছে:*

- যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নিয়োগকর্তা ছাড়ার মতো জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তা করা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ডাব্লিউডাব্লুবি অভিবাসীদের নিজ দেশে ফিরে যেতে সহায়তা করবে।
- দুর্ঘটনা, শোষণ, অসুস্থতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে ক্ষতিগ্রস্থকে আইনী, আর্থিক, চিকিৎসা ও পরিবহন সুবিধা দিয়ে বাঁচানোর দায়িত্ব বোর্ডেরও রয়েছে।
- একজন অভিবাসী শ্রমিক মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি হ'ল বোর্ড তার প্রাপ্য বেতন, পরিষেবা বেনিফিট, ডুবে যাওয়া এবং বীমা সুবিধাগুলি আদায় নিশ্চিত করার জন্য প্রবাসীর মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার ব্যয় বহন করবে।
- মহিলা অভিবাসীদের জন্য হেল্প-ডেস্ক এবং নিরাপদ-বাড়ি চালাচ্ছেন
- প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের আর্থিকভাবে এবং সামাজিক একীকরণ প্রক্রিয়াতে সহায়তা করা।

এখনও অবধি, ডব্লিউডব্লিউবির কার্যক্রম মূলত প্রবাসীদের লাশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে প্রবাসীরা আশাবাদী যে বোর্ড কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয় হবে।

অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

1. বিদ্যমান নীতিগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা এবং কার্যকারিতা পুন-নিরীক্ষণ করা।
2. বিদ্যমান শ্রমবাজারে উদীয়মান প্রতিবন্ধকতা এবং সুযোগগুলি মূল্যায়নের জন্য অভিবাসন খাতে বাজেট বরাদ্দ করা। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সরকারের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা ।
3. ডেমো এবং টিটিসি প্রদত্ত পরিষেবাদিগুলি পর্যবেক্ষণ করা ।
4. গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য আইএলও ঘরোয়া শ্রমিক সম্মেলন নং ১৮৯ এবং এর পরিপূরকীয় সুপারিশ নং ২০১ কে অনুমোদন দেওয়া।
5. গন্তব্য দেশের সাথে সুনির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা
6. অভিবাসী শ্রমিকদের আইনী সহায়তা দেওয়ার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা
7. ভিসা জালিয়াতি কমাতে মিডলম্যান / সাব এজেন্টদের আইনী কাঠামোর আওতায় আনতে হবে
8. সঠিক মজুরি নিশ্চিত করার জন্য, জালিয়াতি হ্রাস করতে স্মার্ট কার্ড জারির জন্য চুক্তিপত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে
9. ফিরে আসা অভিবাসীদের দক্ষতা কাজে লাগাতে দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি জরুরি।
10. বিমানবন্দরে ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে
11. আন্তর্জাতিক পরিচালনা কমিটির সাথে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে কাফালা পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী দেশ হিসাবে সুপরিচিত। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন বাড়ছে, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা শারীরিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হন। যদিও অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্বলতা কমাতে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করেছে তবুও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে, বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন করা দরকার। নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য, বিদ্যমান নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দুই দেশের সহযোগিতা আবশ্যক। করোনাভাইরাস মহামারীর প্রভাবগুলি হ্রাস করতে সরকারের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল চালু করা প্রয়োজন ।

উপসংহার:

বাংলাদেশের নাগরিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রচারের মূল কারণ হ'ল তাদের কেবল আয়মুখী কর্মসংস্থানের সুযোগে জড়িত করা নয়, তাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতা দূর করা। উন্নত বেতন এবং উন্নত জীবনধারা মানুষকে বিদেশে অভিবাসনের দিকে আকৃষ্ট করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনের জন্য গন্তব্য দেশগুলিতে অভিবাসীদের জোর করে স্থানচ্যুত করা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জোরপূর্বক বরখাস্ত সহ মহামারী-প্ররোচিত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করা জরুরি। এই প্রতিকূলতাগুলি সম্মিলিত বৈশ্বিক প্রচেষ্টা দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে। কোনও একক দেশ একা এই সমাধান করতে সফল হবে না। সরকারের মধ্যে সম্মিলিত পদ্ধতি এবং সহযোগিতা, বেসরকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন নিশ্চিত করা যেতে পারে। মহামারী দ্বারা উত্থাপিত আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাগুলি প্রশমিত করার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্টকে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে, কোভিড -১৯ চলাকালীন অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি) - এর নীতিগুলিতে আরও সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা

মানসুরা এমদাদ[11]

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (violence against women, VAW) বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত মানবাধিকারের মধ্যে অন্যতম এবং এ সহিংসতার গুরুতরতা শারীরিক এবং মানসিক উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[12] প্রায়ই কম আলোচিত ও বিভিন্ন রূপে সংঘটিত এই বিশেষ ধরণের সহিংসতাটির সামগ্রিক অর্থে বর্ণগত, আর্থ-সামাজিক, জাতিগত, শ্রেণি বা বয়সভিত্তিক সীমারেখা নেই, এটি বিশ্বের প্রতিটি স্তরে সংঘটিত হয়।[13] মৌলিক অর্থে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সুযোগে বাধা প্রদানও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম দিক, কারণ এটি নারীর প্রগতিশীল এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়।

যে কোনও ধরনের সহিংসতাই উদ্বেগজনক, কারণ '... এটি ক্রমবর্ধমানভাবে বোঝা গেছে যে সহিংসতা একটি ধারাবাহিকতায় ঘটে এবং এতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সামাজিক স্তরে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ (শারীরিক, যৌন, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতনে প্রকাশিত) জড়িত।'[14] এই নির্দিষ্ট গবেষণার জন্য, নারীর বিরুদ্ধে শারীরিক সহিংসতাকে বিবেচনা করা হবে। যদিও প্রায়ই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বলতে নারী এবং বালিকাদের (বিশেষত ২-১৭ বছর বয়সী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে) বিরুদ্ধে সহিংসতা দুইই বোঝানো হয়, এই লেখনীটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে আলোকপাত করবে।[15] বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও)-সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, এই লেখার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য সংস্থার সংগৃহীত অনুরূপ উপাত্তের দ্বারা বাংলাদেশে দেখা প্রমাণকে যাচাই করা হবে, যুক্তির দৃঢ়তার জন্য উপযুক্ত আন্তর্জাতিক উদাহরণ প্রকাশিত হবে । এক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অগণিত রূপ আবিষ্কার করার আগে, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এক ঝলক দেখা জরুরি।

---

[11] Mansura Amdad is currently serving as a Research Data Analyst at Bangladesh Peace Observatory, Centre for Genocide Studies, University of Dhaka. She can be reached at mansuraemdad@gmail.com. The author sincerely thanks Ms. Gulfam Tasnim, the research associate of the write-up, for her kind assistance in data collection. Ms. Tasnim previously served as a Research Data Analyst at Bangladesh Peace Observatory, Centre for Genocide Studies, University of Dhaka.

[12] Roger-Claude Liwanga, “The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts,” Denver Journal of International Law and Policy, vol. 44, no. 1, April 2020, pp. 67-81.

[13] Nadia Nur and Ashique Mahmud, “Violence against Women and Girls (VAWG),” State of Peace 2019, April 2020, pp. 13-29.

[14] Kenway, J. and Fitzclarence, L. (1997) Masculinity, Violence and Schooling: Challenging ‘Poisonous Pedagogies’. Gender and Education 9, pp. 117–134.

[15] Violence against children, World Health Organization, 8 June 2020. Cited in: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children. Accessed on 24 January 2021.

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)

আন্তর্জাতিক আইনে 'জেন্ডারভিত্তিক' শব্দটি ব্যবহার বোঝায় যে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা 'সমাজে ক্ষমতার জেন্ডার ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত।'[16] এই সহিংসতা সামাজিকভাবে প্রচলিত অসম শক্তি সম্পর্কের 'অভিব্যক্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণের' অনুরূপ।[17] এই গবেষণাপত্রে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে কারণ 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সমগ্র বিশ্বেরই সমস্যা, যা নারী ও শিশুদের উপর অসমভাবে প্রভাব ফেলে' – যেখানে এ ধরণের সহিংসতার ধারণাটি খুবই আপাতবিরোধী শোনালেও এখনও একটি সাধারণ ও অবহেলিত ঘটনা হিসেবেই গণ্য হয়।[18] ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কিত একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে (বাধ্যবাধকতাবিহীন), যা নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞায়ন করেছে নিম্নরূপে:

> "জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হল যে কোনও ক্রিয়াকলাপ যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন বা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি বা ক্ষতি হতে পারে, যার মধ্যে সহিংসতার হুমকি, জোর-জবরদস্তি, এমনকি স্বাধীনতা থেকে নির্বিচার বঞ্চনাও অন্তর্গত, তা জনপরিবেশে হোক কি ব্যক্তিগত জীবনে।"[19]

জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রটি বিস্তৃত এই অর্থে যে, এটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় ক্ষতির পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতার প্রেক্ষাপট এবং ক্ষেত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা করে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শারীরিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; এক্ষেত্রে নির্যাতনকারী ভুক্তভোগীর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কযুক্ত হতে যেমন পারে তেমনি অপরিচিত ব্যক্তিও হতে পারে।[20]

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (VAW)

নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কারণে যে অধিকারসমূহ অবদমিত হয় সেগুলো বোঝার জন্য বেশ কিছু বাধ্যতামূলক এবং বাধ্যবাধকতাবিহীন আইনী অনুষঙ্গ রয়েছে, যেমন মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি; নারীর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ নীতি; নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবক্ষয়মূলক আচরণ

---

[16] Montesanti, S.R. and Thurston, W.E. (2015) Mapping the Role of Structural and Interpersonal Violence in the Lives of Women: Implications for Public Health Interventions and Policy. BMC Women's Health 15: 100.

[17] *Ibid.*

[18] Nancy Lombard [ed.], *The Routledge Handbook of Gender and Violence* [Oxon and New York Routledge 2018], p. 2; Nadia Nur and Ashique Mahmud, "Violence against Women and Girls (VAWG)," State of Peace 2019, April 2020, pp. 13-29.

[19] (UN doc, A/RES/48/104, 1993) "Violence against Women," UN Women. Cited in https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-overview.htm#:~:text=The%20Declaration%20defines%20violence%20against,public%20or%20in%20private%20life'. Accessed on 24 January 2021.

[20] Preye Kuro Inokoba (2011) Violence Against Women: Why Men and Women Should Unite, Journal of Sociology and Social Anthropology, 2:1, pp. 53-59.

বা শাস্তির বিরুদ্ধে নীতি; এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ ঘোষণাপত্র।[21] যদিও এই আইনী পদক্ষেপসমূহ নারী অধিকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবুও তাদের মধ্যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশেষ মাইলফলকটি হল ১৯৮১ সালে কার্যকর হওয়া নারীর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ নীতি (CEDAW)।[22] যদিও CEDAW সহিংসতার ক্ষেত্রে কোনও অবস্থান তৈরি করে নি, এটি তবুও বিগত মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং আইনী অনুষঙ্গ অপেক্ষা নারীর ইস্যুতে সুনির্দিষ্ট।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার CEDAW সংজ্ঞা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসাবে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান হিসাবে প্রযোজ্য। এর কারণ হল এটি জেন্ডার সাম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতাকে নারীদের অধীনতার কারণ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় (এ ধরণের নির্যাতনকে একটি ফলাফলরূপে গণ্য করার পরিবর্তে)।[23] অতএব, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বৈষম্যের এমন এক প্রকার যা "পুরুষদের সাথে সাম্যের ভিত্তিতে নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করার ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে বাধা দেয়।"[24]

ইউরোপীয় কাউন্সিল নীতি (যা ইস্তাম্বুল কনভেনশন নামেও পরিচিত) VAW এর ঘটনাকে 'নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে অসম শক্তি সম্পর্কের প্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করে, যা পুরুষদের দ্বারা নারীর উপর কর্তৃত্ব এবং বৈষম্যের দিকে পরিচালিত হয় এবং নারীর পূর্ণ অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করে।'[25] শান্তিকাল, যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংঘাতে, কি জনপরিবেশ কি ব্যক্তিগত - সবক্ষেত্রেই সাধারণ ও অস্বাভাবিক রূপের সহিংসতাই এক্ষেত্রে গণ্য করা হয়।[26]
এই গবেষণায় বাংলাদেশী পরিস্থিতিতে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অনুসন্ধানে ধর্ষণ (যেহেতু যৌন নিপীড়নের সাথে শারীরিক সহিংসতার রূপটি মূলত বিবেচনা করা হয়) এবং পারিবারিক সহিংসতা পর্যালোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্ষণ হল সেই ধরণের সহিংসতা যা শারীরিক ও যৌন সহিংসতার অন্যতম অবমাননাকর রূপ হিসাবে নারীর মঙ্গল ও অধিকারকে লঙ্ঘন করে। সোজাসুজিভাবে, ধর্ষণ বলতে বোঝানো হচ্ছে কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যৌন

---

[21] "Declaration on the Elimination of Violence against Women proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993," *United Nations*. Cited in https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf. Accessed on 25 January 2021.
[22] "Convention on the Elimination of Allm Forms of Discriminations against Women," UN Women. Cited in https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm. Accessed on 24 January 2021.
[23] CEDAW (1992). Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 19, Violence against Women (Eleventh session, 1992), UN Doc. A/47/38 at 1 (1993), reprinted in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 243 (2003).
[24] *Ibid.*
[25] Council of Europe (2011) Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. Strasbourg: Council of Europe.
[26] "Gender-based Violence against Women," The State of African Women Report 2018, p. 127. https://rightbyher.org/wp-content/uploads/2018/08/SOAW-Report-FULL.pdf. Accessed on 24 January 2021.

কার্যকলাপে বাধ্য করাকে।[27] আশ্চর্য শোনালেও সত্য হল, যে কোনও সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবারকে নারী ও শিশুদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ নারীদের তাদের নিজের বাড়িতেই নিহত, আহত বা শারীরিক আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।[28] এটিকে প্রায়শই 'পারিবারিক সহিংসতা' বা 'অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিংসতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যা '[নারীদের] শারীরিক ও মানসিক স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন ও তাদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা 'অস্বীকার করে।[29]

মানদণ্ডের প্রসঙ্গ নির্ধারণ: আন্তর্জাতিক আইনী অনুষঙ্গ

আন্তর্জাতিক আইনের অনুষঙ্গসমূহ বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনসভায় ব্যবহার করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা এবং মর্যাদাকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দৃঢ়ভাবে তাদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।[30] বিশ্বের দেশগুলি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিকে বিবেচনা করে বর্তমানে ধীরে ধীরে CEDAW-এর মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক সহিংসতার সমাধানের দিকে অগ্রসর হয়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে দৃঢ়তরভাবে মোকাবিলা করতে, পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ ঘোষণাপত্র তৈরি হয় - যা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা হিসাবে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য দ্রুততম উপায়ে সমস্ত উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করার অনুমতি দেয়।[31] তদ্ব্যতীত, রাষ্ট্রসমূহকে 'কোনও রীতিনীতি, ঐতিহ্য বা ধর্মীয় বিবেচনার মাধ্যমে দায়িত্ব এড়ানো যাবে না' বলে অনুরোধ করা হয়।[32] অধিকন্তু, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নারী, শান্তি ও সুরক্ষা সম্পর্কিত একাধিক নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে মানব-সুরক্ষার জেন্ডার নিরপেক্ষ ধারণা থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি বের হয়ে আসে এবং জেন্ডার পদ্ধতির দিকে পর্যবসিত হয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ১৩২৫-এর মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে 'শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচারের জন্য ' নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার আহ্বান জানানো হয়।[33] পরিষদের নীতি ১৮২০ 'সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধানের জন্য' শান্তি অভিযানে নারীদের মোতায়েনের কথা ঘোষণা করে এবং যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে ও

---

[27] Okolo GU 2004. Violence Against Women. Calabar: Baye Communications.

[28] Gelles, R.J. (1983) An Exchange/Social Control Theory. In D. Finkelhor, R.J. Gelles, G.T. Hotaling and M.A. Straus (eds), The Dark Side of Families: Current Family Violence Research. London: Sage Publications, pp. 151–165.

[29] *Ibid.*

[30] "The Universal Declaration of Human Rights," *United Nations*. Cited in https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf. Accessed on 2 February 2021.

[31] "Declaration on the Elimination of Violence against Women proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993," *United Nations*. Cited in https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf. Accessed on 25 January 2021.

[32] *Ibid.*

[33] "Security Council Resolution 1325," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1325. Accessed on 25 January 2021.

প্রতিকারে শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি প্রদান করে।[34] যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে যুদ্ধ ও সংঘাতের কৌশল হিসেবে গণ্য করে এই নীতি যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে গণহত্যা সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করে এবং দোষীদের দায়মুক্তির অবসান ঘটাতে চেষ্টা করে।[35] সমন্বিত কৌশলগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ১৮৮৮ সংঘাতের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় নেতৃত্বের ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থারূপে বিশেষজ্ঞদের এই পদক্ষেপে নিযুক্ত করার গুরুত্বকে নির্ধারণ করে।[36] পরবর্তী নীতি ১৮৮৯, পূর্বের ১৩২৫-তম নীতির বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা পরিমাপের জন্য সূচক বিকাশের আহ্বান জানায় এবং শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে নারীর ভূমিকা নিশ্চিত করে।[37] নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ১৯৬০ সংঘাত-সম্পর্কিত যৌন সহিংসতা বন্ধের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, নীতি ২১০৬ পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধমূলক সুবিধা জোরদার করে, এবং নীতি ২১২২ টেকসই শান্তির জন্য একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।[38] কৌশলগত পদক্ষেপের বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহসহ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে নীতি ২২৪২ এর মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয় এবং সর্বশেষ নীতি ২২৭২-এর মাধ্যমে শান্তি অভিযানের মধ্যে যৌন শোষণ এবং নির্যাতন সম্পর্কিত ধারণাটিকে সম্বোধন করা হয়েছে।[39]

একটি আঞ্চলিক অবস্থান: দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়ায়, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এই অঞ্চলে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসানের জন্য একটি আন্ত-সরকারী আঞ্চলিক সংস্থা তৈরি করেছে। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অবসানের জন্য দক্ষিণ এশীয় সমন্বয়কারী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব আইন দ্বারা সদস্য দেশসমূহে শিশুদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের পাশাপাশি

---

[34] "Security Council Resolution 1325," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1325. Accessed on 25 January 2021.

[35] *Ibid.*

[36] "Security Council Resolution 1888," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1888. Accessed on 25 January 2021.

[37] "Security Council Resolution 1889," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1889. Accessed on 25 January 2021.

[38] "Security Council Resolution 1889," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1889. Accessed on 25 January 2021; "Security Council Resolution 1960," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-1960. Accessed on 25 January 2021; "Security Council Resolution 2106," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-2106. Accessed on 25 January 2021; "Security Council Resolution 2122," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-2122. Accessed on 25 January 2021.

[39] "Security Council Resolution 2242," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-2242. Accessed on 25 January 2021; "Security Council Resolution 2272," *PeaceWomen.* Cited in https://www.peacewomen.org/SCR-2272. Accessed on 25 January 2021.

'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, সম্বোধন ও বিনাশ করার চেষ্টা করে।'[40] সংস্থাটি ২০০২ সালে একটি সম্মেলন করে, যেখানে নারী ও শিশুদের পাচার ও পতিতাবৃত্তি রোধের মূল উপাদানসমূহ গঠন করা হয়েছিল।[41]

তবে, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী জেন্ডার সম্পর্কিত কাঠামোগত সমস্যার এক ঝলক হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে। ২০২০ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকটি দক্ষিণ এশিয়াকে নীচ থেকে তৃতীয় র‍্যাঙ্কে ফেলেছে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার ২০১৯ সালে অগ্রগতির হার ৬৬.১ শতাংশ।[42] যৌন নির্যাতন ও পারিবারিক সহিংসতার মতো নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মূল বিষয়াবলী একটি দৃঢ় আঞ্চলিক চুক্তি ব্যতীত সামগ্রিক আঞ্চলিক সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকরী নয়।

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা: বাংলাদেশ পর্যালোচনা

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার অগণিত রূপ হলেও বাংলাদেশে বেশিরভাগই একতরফা প্রকৃতির। ব্যক্তি বা দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা থেকে শুরু করে যে কোন যৌন হয়রানি, ধর্ষণ/গণধর্ষণ, যৌন নির্যাতন এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির প্রচ্ছদকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) কয়েক বছর ধরে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রবণতাকে পর্যালোচনা করে। পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে, সহিংসতার প্রভাবগুলো শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতি অতিক্রম করে পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতীয় স্তরে নারীদের বাধা প্রদান করে। নিম্নলিখিত সারণিগুলো ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালজুড়ে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রকৃতির দিকে এক নজরে তাকায়।

---

[40] "Core Partners," *South Asia Initiative to End Violence Against Children*. Cited in https://saievac.org/about-saievac/core-partners/. Accessed on 25 January 2021.

[41] Rajini R. Menon, "Addressing Violence Against Women and Girls the SAARC Way: Combat Human Trafficking," *Oxfam India*, published on 7 December 2016. Cited in https://www.oxfamindia.org/blog/addressing-violence-against-women-and-girls-saarc-way-combat-human-trafficking. Accessed on 2 February 2021.

[42] "Mind the 100 Year Gap," *World Economic Forum*, published on 16 December 2019. Cited in https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality. Accessed on 2 February 2021.

সারণি ১: সহিংসতার অনুপাতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫টি জেলা: ২০১৮[43]

Rank	District	Incident	Death	Injury	Sexual Assault	Arrest
1	Dhaka	183	91	67	84	137
2	Chattogram	141	66	93	46	116
3	Bogura	104	37	66	34	67
4	Narayanganj	86	40	40	27	43
5	Gazipur	53	39	14	12	18
6	Pabna	52	19	25	22	43
7	Cox's Bazar	47	25	18	16	17
8	Rangpur	42	22	17	11	22
9	Rajshahi	41	14	17	15	36
10	Gaibandha	40	15	20	17	17
11	Sirajganj	40	24	11	8	18
12	Dinajpur	38	21	17	11	18
13	Mymensingh	38	21	15	6	31
14	Natore	38	15	8	15	30
15	Jashore	37	20	20	13	8

সারণি ২: সহিংসতার অনুপাতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫টি জেলা: ২০১৯[44]

Rank	District	Incident	Death	Injury	Sexual Assault	Arrest
1	Dhaka	203	75	79	90	187
2	Chattogram	162	46	38	61	155
3	Narayanganj	128	33	53	56	130
4	Bogura	109	31	54	44	79
5	Mymensingh	103	22	32	50	76
6	Gazipur	88	33	38	36	83
7	Jashore	76	11	32	41	71
8	Barishal	70	13	26	29	44
9	Pabna	65	24	16	26	64
10	Rajshahi	59	18	28	23	36
11	Noakhali	56	13	20	29	49
12	Khulna	54	11	17	27	67
13	Pirojpur	54	14	18	19	31
14	Sylhet	53	7	20	20	56
15	Rangpur	50	9	18	21	48

[43] Nadia Nur and Ashique Mahmud, "Violence against Women and Girls (VAWG)," State of Peace 2019, April 2020, p. 21.
[44] *Ibid,* p. 20.

সারণি ৩: সহিংসতার অনুপাতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫টি জেলা: ২০২০[45]

Rank	District	Incident	Death	Injury	Sexual Assault	Arrest
1	Dhaka	328	110	179	158	292
2	Chattogram	202	45	104	71	226
3	Bogura	173	34	93	65	144
4	Barishal	154	47	70	51	127
5	Gazipur	147	53	79	62	136
6	Narayanganj	131	32	117	60	122
7	Cox's Bazar	105	36	81	33	62
8	Noakhali	86	30	44	35	86
9	Mymensingh	77	30	34	27	72
10	Khulna	77	23	41	26	59
11	Jashore	76	21	44	35	65
12	Naogaon	75	32	31	19	62
13	Sylhet	75	17	34	30	82
14	Dinajpur	71	16	32	25	78
15	Rajshahi	70	18	34	37	67

চিত্র ১: সর্বোচ্চ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হওয়া তিনটি জেলা (২০২০)[46]

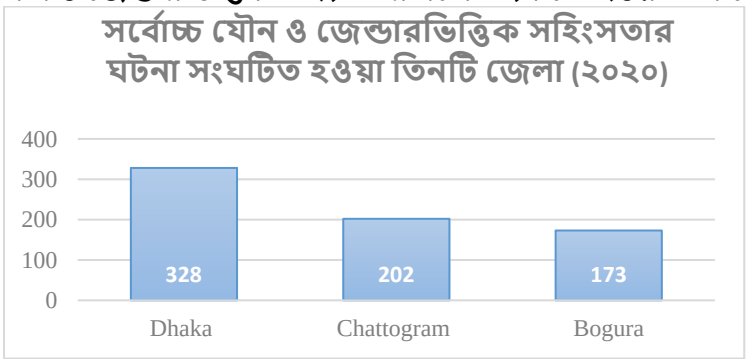

[45] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.
[46] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.

পূর্বোক্ত সারণিসমূহ (সারণি ১, সারণি ২ এবং সারণি ৩) এবং চিত্র ১-এ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সংঘটিত ঘটনা, মৃত্যু, আহত, গ্রেপ্তারের পাশাপাশি যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হিসেবে ঢাকা জেলার তথ্য সরবরাহ করে। তবে এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হল রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান মানুষের সংখ্যা, যার ফলে ঢাকায় রেকর্ডকৃত যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা সংখ্যা সর্বাধিক। তদুপরি, বিদ্যমান বৈষম্য, বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং সম্পদের ঘাটতির কারণে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রামকেও দেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর এবং বন্দর নগরী হওয়ার কারণে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। যদিও চট্টগ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, এটি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলাফল না হয়ে কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে ঘটার সম্ভাবনাই বেশি (চট্টগ্রাম মহামারীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি, যার ফলে কঠোর আইনের প্রয়োগ ছিল)। বগুড়াতে তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, অন্যদিকে সহিংসতায় মৃত্যুর দিক দিয়ে গাজীপুরে দ্বিতীয় ও বরিশালের তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যা (সারণি ৩) দেখা গেছে।

চিত্র ২: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: বাংলাদেশে সহিংস ঘটনা (২০১৮-২০২০) [বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরির তথ্য অনুসারে][47]

চিত্র ২ দেখায় যে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত সহিংস ঘটনাগুলি বছরের পর বছর ধরে বাড়ছে। ২০২০ সালে, যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা ২০১৯ সালের তুলনায় ১৩.৭৫ % বেড়েছে এবং ২০১৮ সালের তুলনায় সুতীব্র ৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২০ সালে ২০১৮-এর চেয়ে ৩৯.৩৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১৯ এর তুলনায় ২৭.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আহতের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়, তবে ২০২০-এ ২০১৯-এর তুলনায় ৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে ২০১৮ অপেক্ষা ভয়াবহ ১৮৬.৪৮% বৃদ্ধি

[47] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.

দেখা যাচ্ছে। যৌন নিপীড়নের সংখ্যা ২০২০ সালে সামান্য ২.৭১% বেড়েছে যদি ২০১৯-কে বিবেচনা করা হয়, তবে, ২০২০ এর তুলনায় ২০১৮-এর তুলনায় সংখ্যাটির বৃদ্ধি উদ্বেগজনক ১৬৫%।

চিত্র ৩: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: বাংলাদেশে অহিংস ঘটনা (২০১৮-২০২০) [বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরির তথ্য অনুসারে][48]

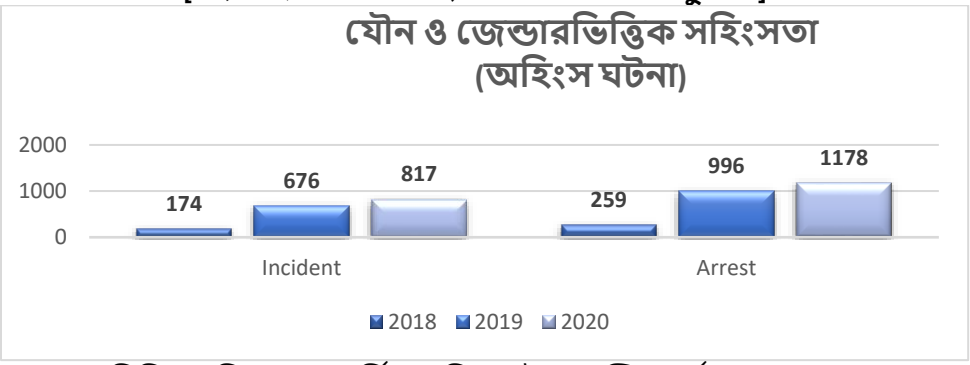

চিত্র ৩ যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত অহিংস ঘটনার বৃদ্ধি প্রদর্শন করে। ২০১৮ এর তুলনায় ২০২০ সালে যৌন এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার অহিংস ঘটনাগুলি সুতীব্র ৩৬৯.৫৪% বেড়েছে, যেখানে ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০ সালে ২০.৮৬% বৃদ্ধি ঘটেছে। রেকর্ডকৃত গ্রেফতারের ক্ষেত্রে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ব্যাপক ৩৫৪.৮৩% এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ১৮.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য (২০১৮-২০২০)[49]

[48] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.
[49] Data derived from the E-Bulletins of *Ain O Shalish Kendra*. Cited in http://www.askbd.org/ask/e-bulletin-archive/. Accessed on 23 February 2021.

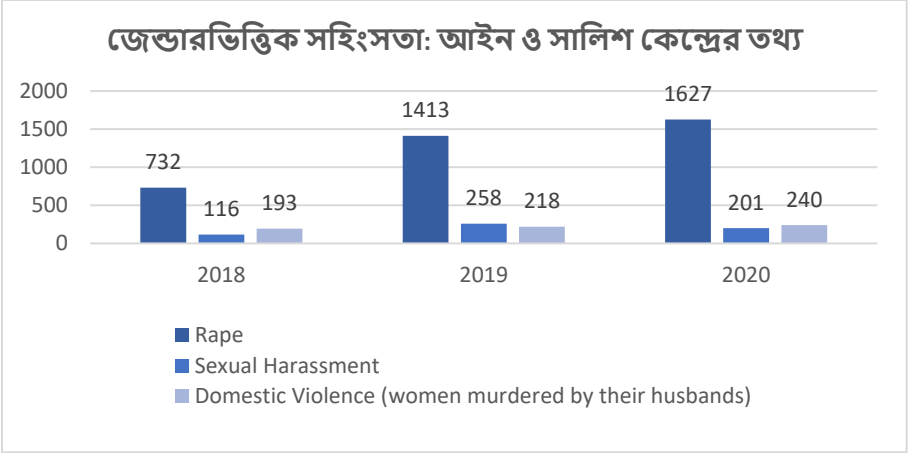

চিত্র ৪-এ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০-এর তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত ঘটনা ২০২০-এ বেড়েছে; যদিও কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে লকডাউন প্রচেষ্টা চলায় ২০২০ সালে যৌন নিপীড়নের ঘটনা সামান্য কম।

সারণি ৪: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার পর্যালোচনা: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্য (২০১৯)[50]

Year	Type of Violence	Settlement of Complaints	Pending/ Under Process	Total
2017	Violence against Women	28	28	56
2018	Violence against Women	71	10	81
2019	Violence against Women	69	52	121

এই লেখনিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ধর্ষণ, যৌতুক-সংক্রান্ত নির্যাতন, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বিবাহ-সংক্রান্ত সমস্যা (তথা বিবাহবিচ্ছেদ

[50] For 2017 and 2018n data, see: "NHRC Annual Report Archives," National Human Rights Commission, Bangladesh, http://www.nhrc.org.bd/site/page/74b9f308-8a25-4e28-a8cb-fb26daf7d93e/. Accessed on 12 January 2021; For the 2019 data, see: National Human Rights Commission, Bangladesh, *Annual Report 2021* (Dhaka: National Human Rights Commission, Bangladesh, 2020).

এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা) নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[51] সারণি ৪-এ উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে যদিও আগের বছরের তুলনায় কম সংখ্যক অভিযোগ নিষ্পত্তি হলেও (২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ২.৮১% হ্রাস), বিচারাধীন বা প্রক্রিয়াধীন মামলার সংখ্যা বর্ধিত হওয়া (২০১৯ সালে ২০১৮-এর তুলনায় ৪২০% বৃদ্ধি) ইঙ্গিত দেয় যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত ঘটনা আসলে বেড়েছে।

চিত্র ৫: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের তথ্য (জুলাই ২০২০)[52]

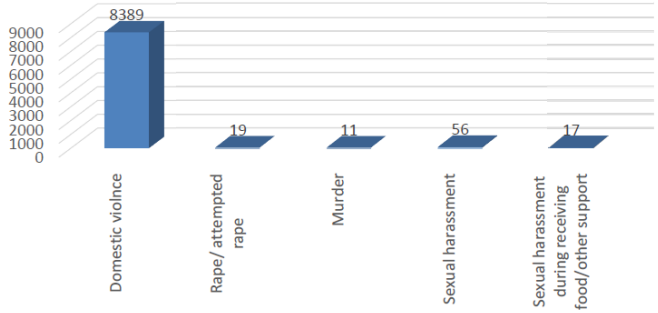

২০২০ সালে, মহামারীর সময়ে নারী ও কন্যাদের প্রতি সহিংসতার চিত্র পেতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ৫৩ টি জেলার ৬৩৯৬৮ জনের ওপর দ্রুত টেলিফোন জরিপ চালিয়েছে।[53] এর মধ্যে ৪৪৮৭৫ জন নারী ছিলেন।[54] সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০২০ সালের জুলাইয়ে পারিবারিক সহিংসতার ৮৩৮৯টি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছিল, যেখানে ১৯টি ধর্ষণ বা ধর্ষণের চেষ্টা, ১১টি খুন, ৫৬টি যৌন হয়রানি এবং খাদ্য বা অন্যান্য সহায়তা গ্রহণের সময়ে ১৭টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে।[55]

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনী ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান আন্তর্জাতিক আইনী অনুশাসন এবং নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত কাঠামোগত বিষয়াবলী বিবেচনা করে। সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলা

---

[51] National Human Rights Commission, Bangladesh, *Annual Report 2021* (Dhaka: National Human Rights Commission, Bangladesh, 2020), p. 20.

[52] *Manusher Jonno* Foundation, *Violence against Women and Children: COVID 19 – A Telephone Survey* (Dhaka: *Manusher Jonno* Foundation, 2020), p. 5.

[53] *Manusher Jonno* Foundation, *Violence against Women and Children: COVID 19 – A Telephone Survey* (Dhaka: *Manusher Jonno* Foundation, 2020), p. 3.

[54] *Ibid,* p. 4.

[55] *Ibid*, p. 5.

হয়েছে, যেখানে ২৭ নং অনুচ্ছেদে আইনের সামনে সমতা মঞ্জুর করেছে।[56] সংবিধানের ২৮তম অনুচ্ছেদটি নারী অধিকারের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ বা উৎসের ক্ষেত্রে শূন্য বৈষম্যের নীতি ও পাশাপাশি পুরুষ ও নারীদের জন্য সমান সুযোগের প্রকাশ ও প্রচার করে।[57] অনুচ্ছেদ ২৯ সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্যের অঙ্গীকার প্রদান করে এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে সংসদীয় আসন সংরক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়।[58]

তদুপরি, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (১৯২৯), মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ (১৯৬১), শিশু আইন (১৯৭৪), মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন (১৯৭৪), যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন (১৯৮০), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০), অ্যাসিড সন্ত্রাস দমন আইন (২০০২) এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন (২০১০) – এসব সহিংসতা সম্বোধন করার লক্ষ্যে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট আইন ও কাঠামোগত উপাদানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। পাশাপাশি, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮ (২০১৯-২০২২ সালে কার্যকর করা হবে) নারীর অংশগ্রহণমূলক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে সুশীল সমাজ সংগঠনের সাথে তৃণমূলের নারীদের সংগঠনগুলোকে একত্রিত করার প্রয়াস চালায়।[59] সমস্ত আইনী পদক্ষেপগুলো দণ্ডবিধি (১৮৬০)-এর তত্ত্বাবধানে যথাযথভাবে পালিত হয়।

বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট আইন বাংলাদেশে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, পারিবারিক ও যৌতুক-সম্পর্কিত সহিংসতার ধারণাকে সম্বোধন করে। দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৭৫ ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করেছে, যেখানে পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই অপরাধ সম্পর্কিত শাস্তির বর্ণনা রয়েছে।[60] ২০২০ সালে, ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধ্যাদেশ দিয়ে দেশটি ধর্ষণবিরোধী আইন চূড়ান্ত করেছে।[61] যদিও যৌন হয়রানির দণ্ড দেওয়ার জন্য দেশটির প্রত্যক্ষ আইন নেই, তবে দণ্ডবিধির ৫০৯ নং ধারায় যারা শব্দ, কাজ এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা 'একজন নারীর সম্ভ্রমের লঙ্ঘন প্রকাশ করে' তাদের যৌন অপরাধী হিসেবে শাস্তি রয়েছে।[62] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ নং ধারাও 'যৌন নিপীড়ন' এবং

---

[56] "The Constitution of the People's Republic of Bangladesh," *Laws of Bangladesh*. Cited in http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html. Accessed on 4 January 2021.

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

[59] "National Action Plan: Bangladesh," *PeaceWomen*. Cited in https://www.peacewomen.org/action-plan/national-action-plan-bangladesh. Accessed on 23 February 2021.

[60] "The Penal Code, 1860," *Laws of Bangladesh*. Cited in http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3231.html. Accessed on 4 January 2021.

[61] Md. Kamruzzaman, "Bangladesh finalizes anti-rape law with death penalty" *Andalou Agency*, 13 October 2020. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-finalizes-anti-rape-law-with-death-penalty/2005265. Accessed on 23 February 2021.

[62] Taqbir Huda, "Sexual harassment and the law: Where's the problem?" *The Daily Star,* published on 27 June 2019. Cited in https://www.thedailystar.net/opinion/human-rights/news/sexual-harassment-and-the-law-wheres-the-problem-1762759 -

'একজন নারীর শ্লীলতা লঙ্ঘন' শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে।[63] যদিও দেশে বৈবাহিক ধর্ষণের সংজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে (স্বামী দ্বারা তার ১৩ বছরের বেশি বয়সের স্ত্রীর উপর যেকোন প্রকারের যৌন অপরাধ হিসাবে ধর্ষণ হিসাবে গণ্য হয় না) এবং 'সম্ভ্রম'-এর সংজ্ঞা অনুসারে যথেষ্ট প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তবুও দেশে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত আইনগুলো লৈখিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।[64] দেশটি ১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধ আইনকে একটি নতুন যৌতুক নিষিদ্ধকরণ বিল ২০১৮ দিয়েও হালনাগাদ করেছে, যা যৌতুক প্রাপককে মিথ্যা মামলা দেওয়ার জন্য পাঁচ বছরের কারাবাস এবং ৫০০০০ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা করে।[65] তারপরও, বিপিও থেকে অন্বেষণ করা তথ্য হিসেবে, আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র এখনো উদ্বেগজনক।[66] কেননা, গ্রেপ্তার বৃদ্ধি এবং নতুন আইন প্রবর্তন সত্ত্বেও, অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করা যায়নি।[67]

মহামারী ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা: একটি বিপিও বিশ্লেষণ

কোভিড-১৯ মহামারীটি ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে বিশ্বকে বিধ্বস্ত করেছে এবং ২০২০ সালের পুরোটিই মারাত্মক করোনাভাইরাসের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মহামারীটি কেবল জনস্বাস্থ্য সংকট হিসাবেই সমস্যাযুক্ত ছিল না, 'ইনফোডেমিক' (দ্রুত গতিতে এবং বিপুল সংখ্যক ভুয়া সংবাদ এবং ভুল তথ্য প্রচার) এবং 'ছায়া যৌন সহিংসতা মহামারী''র মতো অন্যান্য সর্বনাশের কারণেও এই মহামারীটি সমস্যাজনক।[68] মহামারীর প্রকটতা বিশ্বব্যাপী

:~:text=Unfortunately%2C%20there%20is%20no%20legislation,that%20we%20need%20to%20acknowledge. Accessed on 5 February 2021.

[63] *Ibid.*

[64] *Ibid.*

[65] "Bangladesh passes law with five-year jail term, Tk 50,000 fine for false dowry charges," *bdnews24.com*, published on 17 September 2018. Cited in https://bdnews24.com/bangladesh/2018/09/17/bangladesh-passes-law-with-five-year-jail-term-tk-50000-fine-for-false-dowry-charges#:~:text=Parliament%20has%20passed%20an%20anti,fine%20for%20falsely%20charging%20individuals.&text=In%20the%20old%20law%2C%20the,Tk%205%2C000%20fines%20or%20both. Accessed on 15 February 2021.

[66] "I Sleep in My Own Deathbed," *Human Rights Watch*, 29 October 2020. Cited in https://www.hrw.org/report/2020/10/29/i-sleep-my-own-deathbed/violence-against-women-and-girls-bangladesh-barriers. Accessed on 8 March 2021.

[67] *Ibid.*

[68] For 'infodemic,' see: "UN tackles 'infodemic' of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisis," *United Nations COVID-19 Response*, published on 31 March 2020. Cited in https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19. Accessed on 4 February 2021. For the 'shadow sexual violence pandemic,' see: María-Noel Vaeza, "Addressing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Violence Against Women and Girls," *UN Chronicle*, published on 27 November 2020. Cited in https://www.un.org/en/addressing-impact-covid-19-pandemic-violence-against-women-and-girls. Accessed on 8 March 2021; Jannat Adib Chowdhury, "Battling the shadow sexual violence pandemic,"

মানবসমাজের উপর এখনো ছাপ ফেলে চলেছে, এবং অপরাধ দমনে বাংলাদেশও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে - যা বিপিওর তথ্য থেকে স্পষ্ট।
এই লেখনীটি মে ২০১৯ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যের সাত মাসকে প্রাক-কোভিড সময়কাল হিসাবে বিবেচনা করে, যেখানে মার্চ ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০ সময়কালটি কোভিড-পরবর্তী সময় হিসাবে বিবেচিত। এই সময়কালগুলোর প্রবণতা বিশ্লেষণ করে মহামারীর আগে এবং পরে যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত সহিংস ঘটনা (চিত্র ৬) ও অহিংস ঘটনার (চিত্র ৭) মধ্যে তুলনা নিচে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৬: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: প্রাক-কোভিড সময়কাল (মে ২০১৯ – ফেব্রুয়ারি ২০২০) ও কোভিড-পরবর্তী সময়কালে (মার্চ ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০) বাংলাদেশে সহিংস ঘটনা [বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরির তথ্য অনুসারে][69]

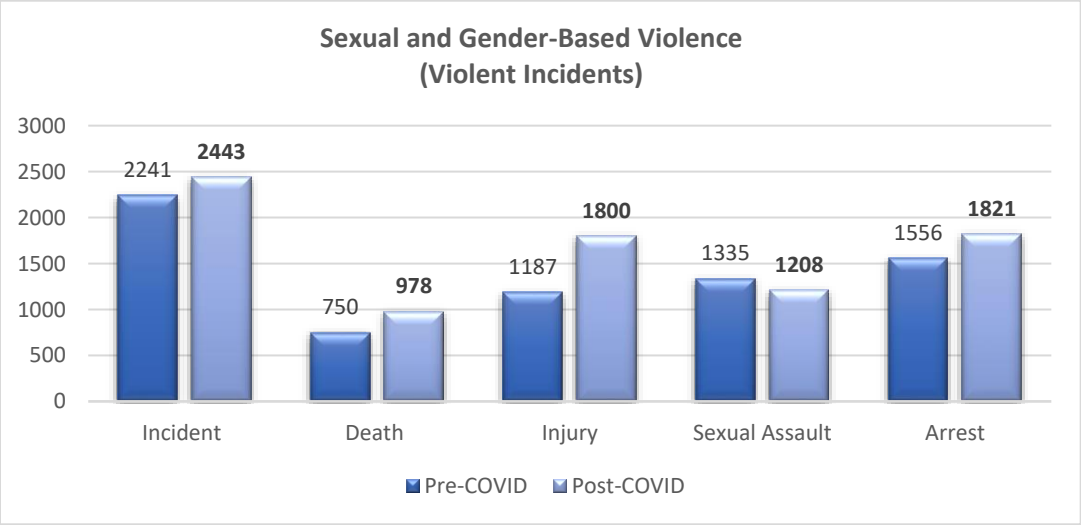

চিত্র ৬-এ, এটি লক্ষ্য করা যায় যে, কোভিড-পরবর্তী সময়রেখায় যৌন নিপীড়নের সংখ্যাটি সামান্য নেমেছে, কিন্তু অন্য সমস্ত সূচকই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের মাঝামাঝিতে দেশব্যাপী লকডাউন চলায় ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির সূচক নিম্নমুখী ছিল – ফলে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বেশি হলেও যৌন নির্যাতনের কম সংখ্যা ছিল। তবে ধীরে ধীরে লকডাউন খোলার পর যৌন নিপীড়নের হারও বেড়ে যায়। বিশেষত একটি ঘটনা পুরো দেশকে নাড়া দিয়েছিল, যেখানে একদল পুরুষ এক নারীকে মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত করার একটি ভিডিও ভাইরাল করে ও তার ফলে ২০২০ সালের

The Daily Star, published on 1 July 2020. Cited in https://www.thedailystar.net/opinion/news/battling-the-shadow-sexual-violence-pandemic-1923009. Accessed on 8 March 2021.

[69] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.

অক্টোবরে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে।[70] তদুপরি, বিপিও-রেকর্ডকৃত তথ্যের বৃদ্ধি সমর্থন করা হয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্য দ্বারা। যেমন তারা দাবি করেছিল যে ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে ৯০৭ জন নারী বা মেয়ে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল।[71] অর্থাৎ, বিপিওর হিসেবে, যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত সহিংস ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ – মাত্র ৯.০১% বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে সহিংস ঘটনায়, তবে মৃত্যুর সংখ্যায় বৃদ্ধি ৩০.৪%, আহতের সংখ্যায় ৫১.৬৪% বৃদ্ধি, আবার যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে ৯.৫১% হ্রাস এবং কোভিড-পরবর্তী সময়কালে ১৭.০৩% বৃদ্ধি (প্রাক-কোভিড সময়কালের সাপেক্ষে)।

চিত্র ৭: যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পর্যালোচনা: প্রাক-কোভিড সময়কাল (মে ২০১৯ – ফেব্রুয়ারি ২০২০) ও কোভিড-পরবর্তী সময়কালে (মার্চ ২০২০ - ডিসেম্বর ২০২০) বাংলাদেশে অহিংস ঘটনা [বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরির তথ্য অনুসারে][72]

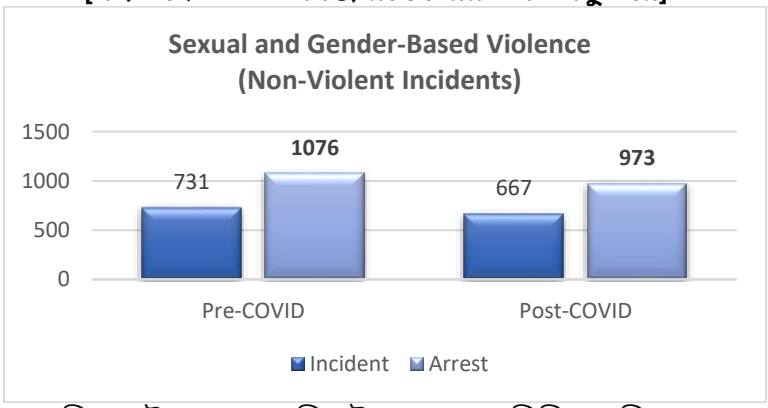

চিত্র ৭-এ দেখা যায় যে, অহিংস ঘটনার পাশাপাশি যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত গ্রেপ্তারের সংখ্যা কোভিড-পরবর্তী সময়ে হ্রাস পেয়েছে। ৭৩১টি প্রাক-কোভিড ঘটনার সাথে তুলনা করে, ৬৬৭টি কোভিড-পরবর্তী ঘটনা খুব কম (৮.৭৬%) হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে কোভিড-পূর্বের ১০৭৬টি গ্রেপ্তার কোভিড-পরবর্তী ৯৭৩টি গ্রেপ্তারের চেয়ে ৯.৫৭% বেশি ছিল। মহামারী চলাকালীন জনস্বাস্থ্য সহায়তার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যে সমস্ত দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়েছিল তার ফল হিসেবে একে বিবেচনা করা যেতে পারে।

[70] "Bangladesh: Protests Erupt Over Rape Case," *Human Rights Watch*, published on 9 October 2020. Cited in https://www.hrw.org/news/2020/10/09/bangladesh-protests-erupt-over-rape-case. Accessed on 8 March 2021.
[71] *Ibid.*
[72] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 23 February 2021.

মন্তব্য: পথের শেষে কোনও আলো আছে কি?

যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পিছনে কারণসমূহ বহুগুণ এবং বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র জৈবিক পার্থক্যের জন্য অন্য কোনও মানুষের ওপর আধিপত্য স্থায়ীকরণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক অবজ্ঞা – এসবই ধীরে ধীরে বিদ্যমান সামাজিক অভ্যাস যা যৌন এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কারণ। তদ্ব্যতীত, মহামারীটি বিচারিক প্রক্রিয়াগুলোর সুযোগ পেতে নারীদের যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা প্রমাণ করেছে যে দোষীর দায়মুক্তির সংস্কৃতি এক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি নারীদের জন্য মৃত্যুস্থল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরের মত আশ্রয়েও ঘটে, কেননা নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ধারাবাহিকতা অপরাধী এবং ভুক্তভোগী উভয়ের পরিবারের সদস্যরাই বজায় রাখে। ব্যথার বৃদ্ধি প্রায়শই পারিবারিক ভাঙন, ধর্মীয় অনুশীলন এবং শিক্ষার অভাবের সংমিশ্রণের ফলে ঘটে। শারীরিক, পারিবারিক বা ভার্চুয়াল স্থানে ক্ষমতাহীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার হ্রাস করা নারীর অস্তিত্বের যথাযথ উন্নতি সাধনের জন্য অন্তরায়।

বাংলাদেশের ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতার থেকে আলাদা নয়, যেখানে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন তাদের জীবনের কোনও পর্যায়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা অপরিচিত দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন।[73] মহামারীটি নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার ধারণাটিকে আরও তীব্র করে তুলে এবং জাতিসংঘ এ সহিংসতাকে 'ছায়া মহামারী' বলে অভিহিত করেছিল।[74] বিভিন্ন দেশে জরুরী লকডাউন এবং বাড়িতে অবস্থানের অধ্যাদেশের সময়ে সহিংসতা তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছিল, অর্থাৎ দোষীদের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের অসম বিতরণে আধিপত্য চলেছিল।[75] এই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সম্মুখভাগের নারী কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য পটভূমিতে এটি ঘটছে।

সুতরাং, এখন সময় এসেছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ছায়া মহামারীর বিষয়টি বিবেচনা করার এবং আইনের আরও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উন্নততর নীতিমালা তৈরি করা, যাতে বিশ্বজুড়ে নারী ও মেয়েরা ভবিষ্যতে আরও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। নারীদের শারীরিক, কাঠামোগত এবং মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা সবার বিবেচনায় নিতে হবে। অধিকারের সর্বমোট লঙ্ঘন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, এবং নারীদের তাদের সমস্ত কাজের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে - তা হোক গৃহস্থালীর কোণে কি উন্মুক্ত বিশ্বে। সামগ্রিকভাবে উন্নততর সভ্যতার মানুষের বেঁচে থাকার ও ক্রমাগত উন্নতির জন্য জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনতা একান্ত জরুরি।

---

[73] María-Noel Vaeza, "Addressing the Impact of the COVID-19 Pandemic on Violence Against Women and Girls," *UN Chronicle*, published on 27 November 2020. Cited in https://www.un.org/en/addressing-impact-covid-19-pandemic-violence-against-women-and-girls. Accessed on 8 March 2021.

[74] *Ibid*.

[75] *Ibid*.

শিশু এবং সহিংসতা: একটি পর্যালোচনা

-মাশিয়াত জাফ্রিন হিয়া
-রিফাত ইসলাম রুপক

করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীর কারনে বিগত এক বছরে সারা বিশ্বের মোটামুটি সকলের জীবনেই অনেক পরিবর্তন এসেছে। শিশুদের প্রতি সহিংসতা সবসময়েই একটি বড় সমস্যা ছিল, এবং বরতমানেও আছে।

শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বলতে বোঝায় তাদের প্রতি সকল ধরনের মানসিক সহিংসতা, নির্যাতন, আঘাত, এবং অবহেলামূলক ব্যবহার, অথবা তাদের উপর সুযোগসন্ধানীদের যৌন নিপীড়ন। পৃথিবীজুড়ে শিশুদের প্রতি সহিংসতা কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গ, শ্রেণী, আর্থ-সামাজিক অবস্থান অথবা জাতির ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। শুধু গত বছরেই ২ থেকে ১৭ বছরের বয়সীর প্রায় ১০০ কোটি শিশু শারীরিক, যৌন, অথবা মানসিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। শিশুরা বিভিন্ন পর্যায়ে সহিংসতার শিকার হতে পারে, যথা ব্যক্তিগত, আন্তঃপারস্পরিক, গোত্রভিত্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক, এবং সাংগঠনিক পর্যায়ে। কোভিড-১৯ এর মহামারী কেবল স্বাস্থ্য ঝুঁকিই তৈরি করেনি, এটি একটি মানবিক ঝুঁকিও তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ নিয়ে জাতিসংঘ সংস্থার আর্থ-সামাজিক জরীপ দেখায় যে ১৩৬ টি দেশের মধ্যে ১০৪ টি দেশেই নারী এবং শিশুরা নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুকিতে আছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ পিস অবজার্ভেটরি এর ডাটাবেজ বা তথ্যভান্ডারটি হতে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, শিশু হত্যা, তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন, শারীরিক আঘাত, গ্রেফতার, এবং যৌন নির্যাতনের দিক দিয়ে ঢাকা বিভাগ শীর্ষে এবং সিলেট বিভাগ সর্বনিম্নে। সাধারণত অজানা কারোর দ্বারাই শিশুহত্যার সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে (প্রায় ৫৪% ক্ষেত্রেই), যেখানে গুণ্ডা এবং তরুণদের দ্বারা অধিক সংখ্যক যৌন আক্রমণ ঘটে থাকে। 'পল্লী সমাজ' এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ এর প্রথমার্ধে ২০১৯ এর প্রথমার্ধ থেকে প্রায় ৬৮% অধিক বাল্যবিবাহ ঘটেছে। মার্চের মধ্যবর্তী সময় থেকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সারাদেশে কিশোর গ্যাং এর কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কিশোর গ্যাং তরুণ-তরুণীদের বিরুদ্ধে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই, বয়স্কদের বিরুদ্ধেও সহিংসতা ঘটিয়েছে। কিশোর গ্যাং সমস্যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যেহেতু কিশোর গ্যাং-সম্পর্কিত কার্যকলাপের এত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অন্য কোথাও এভাবে দেখা যায়নি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, পুরো ২০২০ জুড়েই কোভিড-১৯ এর মহামারি বিরাজ করেছে, যে কারণে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য পরিবেশন বেশ দুরূহ হয়ে উঠেছে। আবার যেহেতু বেশিরভাগ তথ্যই ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে, এই তথ্যের বেশিরভাগই উন্নত দেশসমূহের দিকে ইঙ্গিত করে। প্রতি ২ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশুই প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো সহিংসতার শিকার হয়। শিশুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে যৌন অপরাধের হার সর্বোচ্চ। পুরুষরাই সাধারণত এ যৌন অপরাধগুলোর জন্য দায়ী হয়ে থাকে। কোভিড-১৯ এর মহামারির পুর্ব এবং পরবর্তি উভয় সময়ে মেয়ে শিশুরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন এবং অন্যন্য অপরাধের শিকার হয়ে থাকে। এতদসত্তেও, ভুক্তভোগী ছেলে শিশুদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা

-আশিক মাহমুদ
-তিথি মণ্ডল

বাংলাদেশ একটি বহু সংস্কৃতির দেশ যার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা সর্বোচ্চ (৮.৫%), তার পরেই রয়েছে বৌদ্ধ (০.৬%), খ্রিস্টান (০.৩%) এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (১.৮%)। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নৃগোষ্ঠী বাঙালি যা মোট জনসংখ্যার ৯৮%।

১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংখ্যালঘু নির্যাতন নতুন মাত্রা লাভ করে। তখন থেকেই বড় রাজনৈতিক ঘটনা যেমন জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কটূক্তি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, বাস্তুচ্যুত বা হত্যার শিকার হয়েছে।

এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে মোটাদাগে ধর্মীয় বিভক্তি, জমি দখল, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যাবহার, ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকেই দায়ী করা যায়।

প্রত্যেকটি ঘটনা যেমন ধর্মীয় নির্যাতন ও সংঘর্ষের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। উইলকিনসন তার বই (ভোট ও সহিংসতা) তে দেখিয়েছেন যে, রাজনীতিবিদদের কারণেই উপরোক্ত ঘটনাগুলি ঘটতে পারে আবার তারা চাইলেই ঘটনার নিবারন সম্ভব।

সংখ্যালঘুরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবেও গণনা করা হয়।

বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী যার মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর নিবন্ধিত গ্রাহক প্রায় ৫০ মিলিয়ন। সাইবার স্পেস এর অপব্যবহার করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য কিছু সুযোগসন্ধানী চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক কালে ভোলা জেলায় ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননাকর পোস্ট দেয়ায় উত্তেজিত জনতার তাণ্ডবে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। যেখানে চার জন সংখ্যালঘু নিহত ও প্রায় ২০০ জন আহত হয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা পদ্ধতিগত ভাবে বহুমুখী হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হন।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যেও ২০২০ সালে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন এর চিত্রের উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্যমতে ২০২০ সালের মার্চ-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৭ জন ধর্মীয় ও

নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু নিহত হয়েছেন। কমপক্ষে ২০ টি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তার নামে ধরমান্তরিত হওয়ার জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

আমরা যদি বিপিও ডাটা ২০১৯ ও ২০২০ এর মধ্যে তুলনা করি তবে দেখতে পাবো যে, ২০১৯ এর মে থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩৫ টি যেখানে নিহত হয় ০৫ জন এবং আহত হন ৩৩ জন। ২৭ টি ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলায় ৩৭ টি প্রতিমা ভাংচুর করা হয়।
পক্ষান্তরে ২০২০ এর মার্চ-ডিসেম্বর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩০ টি যেখানে নিহত হয় ০২ জন এবং আহত হন ৫৯ জন। ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলায় ২২ টি প্রতিমা ভাংচুর করা হয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর আরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। শুধু আইন করে নয়, আইনের সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র কে আন্তরিকতার সাথে প্রতিটি সহিংসতার ঘটনা সামাল দিতে হবে।

অবৈধ মাদক পাচারঃ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা

-হাজেরা খানম
-সাদিয়া আফ্রিন প্রমা

বিশ্বব্যাপী অবৈধ মাদক পাচার এবং সেবনের কারনে প্রতি বছর গোটা পৃথিবী জুড়ে ঝরছে হাজারো প্রান। এর একাংশ সহিংস অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার কারনে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় অথবা অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে উদ্‌ভূত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মৃত্যুবরণ করে। ২০২০ এর বার্ষিক শান্তি প্রতিবেদন এর এই অংশে অবৈধ মাদক পাচার, সেবন, মাদকের অপব্যবহারের ফলে উদ্‌ভুত অপরাধ এবং এর ক্ষতিকারক দিক গুলো (সামাজিক ও পারিবারিক) নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমেই, মাদকদ্রব্য পাচার, সেবন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ধরন সমুহের বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে মাদকদ্রব্য পাচার, সেবন ও এর ফলে সৃষ্ট সহিংস ও অহিংস অপরাধ সমূহ এবং তা রোধে গৃহীত বর্তমান নীতিমালার ওপর আলোকপাত করা হবে। মূলত ২০১৯-২০২০, এই দুই বছরের বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি এর সংগৃহীত উপাত্ত (সহিংস-অহিংস) নিয়ে মাদকদ্রব্যের পাচার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা হবে।

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে অবৈধ মাদক চোরাচালান জনিত অপরাধের বর্তমান চিত্র

জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি) এর বৈশ্বিক রিপোর্ট ২০২০ অনুসারে, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৩.৫ কোটির অধিক মানুষ

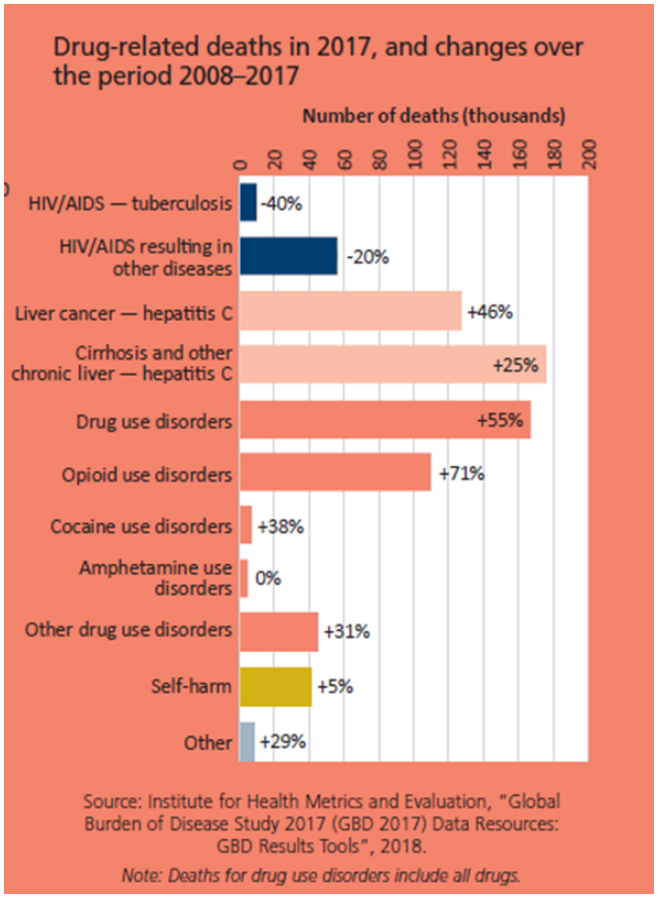

Figure 1 the contraband drug-related deaths of about a decade started from 2008 to 2017.

মাদকাসক্ত[76] এবং এর ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন- হেপাটাইটিস সি সৃষ্ট রোগ ও এইচ আই ভি'র সংক্রমণ ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে । ২০১৮ সালে সারাবিশ্বে ২৬.৯ কোটি মানুষ মাদকের অপব্যবহার এর সাথে জড়িত ছিল যা সংখ্যায় ২০০৯ অপেক্ষা ৩০% বেশি।[77] ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১৯.২ কোটি মাদক সেবনকারী অবৈধ ও ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য (প্রধানত গাজা) সেবন করেছে ।[78] এখন পর্যন্ত যতগুলো মাদকের সাথে সম্পর্ককিত অপরাধ নিবন্ধন করা হয়েছে তার অর্ধেকের জন্য এই মাদকদ্রব্যটি বিশেষভাবে দায়ী । আফিম সেবনকে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ বিগত দশকে আফিম সেবনের ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে (বিগত দশকে মৃত্যুহার ৭১%) ।[79] বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে মাদক সেবনের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯২% যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ৬২% ।[80] মাদকসেবনকারীদের উন্নয়নশীল দেশের কিশোর কিশোরী এবং তরুণ যুবক-যুবতীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং এই দেশগুলোতে মাদক সেবনের হার ২০০০ থেকে ২০১৮ সালে ১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে ।[81]

২০১৭ সালে অবৈধ মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে আনুমানিক ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং এদের মধ্যে অর্ধেকই মারা গেছেন লিভার ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস এবং অন্যান্য হেপাটাইটিস-সি এর মতো দুরারোগ্য ব্যধিতে।[82] মাদকের অপব্যবহার জনিত মৃত্যু সংখ্যায় এত বেশি যে সংখ্যাটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর ২৮% (১ লক্ষ ৬৭ হাজার) এবং এর অধিকাংশই অতিরিক্ত পরিমাণে অবৈধ ও ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পরিণতি।[83] এসব মৃত্যুর ৬৬% এর জন্য দায়ী অত্যধিক মাত্রায় আফিম সেবন।[84]

কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রভাব এবং ফলাফল

২০২০ এর মার্চ মাস থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী 'ডার্কনেটে'র' মাধ্যমে অবৈধ কার্যক্রম, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে সমুদ্রপথে মাদকদ্রব্য পাচার এবং ডাকযোগে মাদকদ্রব্যের চালান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[85] ২০১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে

---

[76] World Drug Report 2020: Executive Summary, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_1.pdf. Accessed on 26 January 2021.
[77] Ibid
[78] Ibid
[79] Ibid
[80] Ibid
[81] Ibid
[82] World Drug Report 2020: Drug Use and Health Consequences, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_2.pdf. Accessed on 26 January 2021.
279 World Drug Report 2020: Executive Summary, UNODC Research, June 2020, p. 19. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_1.pdf. Accessed on 26 January, 2021.
[83] Ibid
[84] Ibid
[85] World Drug Report 2020: Executive Summary, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_1.pdf . Accessed on 26 January, 2021. Page 19.

কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কিছু প্রধান ডার্কনেটের বাজারে ব্যবসা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলেও ২০২০ সালে ডার্কনেট এর মাধ্যমে প্রধানত ইউরোপে মাদকদ্রব্য কেনাবেচার পরিমাণ (বিশেষত গাজা) নাটকীয় ভাবে বেড়েই চলেছে।[86] জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস এর উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ডার্ক নেটের মাধ্যমে আনুমানিক ১৪.৪ কোটি ডলারের সমতুল্য নিষিদ্ধ মাদক কেনাবেচা হয়েছে ।[87]

ডাকযোগের মাধ্যমে মাদক দ্রব্য চোরাচালানের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ইরান, মরক্কো, মিশর এবং নাইজেরিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই দেশগুলোতে বৃহদাকারের এবং মাঝারি আকারের মাদকের চালান জব্দ করা হয়েছে যা নির্দেশ করে, ডাকযোগের সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, এই উপায়ে উল্লেখযোগ্য পরিমানে মাদক চোরাচালানের ঘটনা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।[88]

মধ্য এশিয়ান আঞ্চলিক তথ্য ও সমন্বয় কেন্দ্র (সেন্ট্রাল এশিয়ান রিজিওনাল ইনফরমেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন সেন্টার) এর প্রতিবেদন অনুসারে মাদক পাচারকারীদের জন্য মধ্য এশিয়াতে স্থলপথে হেরোইন পাচার ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ফলে তারা মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাজনক বিকল্প পথ হিসেবে সমুদ্রপথে চোরাচালানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিয়েছে।[89] ভারত মহাসাগরে ইদানিং যে হারে বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের সাথে হেরোইনের চালান জব্দ করা হচ্ছে তা নির্দেশ করে যে মাদক পাচারকারীরা তাদের ব্যবসার কৌশল পরিবর্তন করেছে এবং তারা বলকান রুটের ঝুঁকিপূর্ণ পথের আইনি নিয়ন্ত্রণকে এড়িয়ে আফ্রিকা হয়ে সমুদ্র পথে মাদক চোরাচালান করছে।[90] কোভিড-১৯ অতিমারিতে আন্তর্জাতিকভাবে কঠোর নিরাপত্তা বিধিবিধান প্রণীত হওয়ায় এই বিকল্প পথটি আরও দ্রুত বেছে নিতে হয়েছে।

তাছাড়াও এই অতিমারিতে ইউরোপের আকাশপথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে সমুদ্রপথে কার্গো জাহাজের মাধ্যমে সরাসরিভাবে কোকেনের চালান বৃদ্ধির বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।[91] কলম্বিয়া থেকে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত রিপোর্ট বিষয়টিকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে যে স্থলপথ এর মাধ্যমে হেরোইন এবং কোকেইনের চালান ক্রমশই কমে যাচ্ছে যেখানে সমুদ্রপথে মাদকদ্রব্যের পাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে।[92] ইউরোপোল সমর্থিত একটি আন্তঃসীমা তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে যার নেতৃত্ব দিয়েছে তিনটি সংস্থা- স্পানিশ সিভিল গার্ড (গুয়ারদিয়া সিভিল), ডাচ পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস এন্ড বর্ডার এন্ড প্রটেকশন। এই তদন্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, তারা একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রকে তারা ধরতে সক্ষম হয়েছে যারা দক্ষিন আমেরিকা থেকে ইউরোপে একটি কারগো জাহাজে করে ৬ টন হেরোইন

---

[86] Ibid. Page 24

[87] "Global Overview of Drug Demand and Supply". United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), 2019, https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf. Accessed 23 January 2020.

[88] World Drug Report 2020: Executive Summary, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_1.pdf . Accessed on 26 January, 2021. Page 19.

[89] Ibid

[90] Ibid

[91] Ibid. Page 26

[92] Ibid

পাচার করছিল।[93] তারা সেখান থেকে মাদকদ্রব্য পাচারকারীর আট জনকে গ্রেফতারও করেছে।[94] এখন যে বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক তা হল ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারীর ফলে চলাচলের উপর বিশ্বব্যাপী যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার ফলে সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধী চক্রগুলো, যারা পূর্বে ইতালি, নাইজার এবং অন্যান্য মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে মাদকদ্রব্য পাচার সাথে জড়িত ছিল; তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের ধরন পাল্টে বর্তমানে সাইবার ক্রাইম এবং নকল ওষুধ পাচারের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।[95]

এই অতিমারীর মধ্যে আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো- মদ্যপান, ঘুমের ঔষধ গ্রহন করা এবং শিরায় সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণের বিষয়টি আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। লক্ষ্য করা গেছে যে মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রে মেথঅ্যাম্ফেটামিন এর যোগান কমে যাওয়ার ফলে (পূর্বে এই মাদকদ্রব্যটি পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে আমদানি করা হতো যা এই অতিমারীর মধ্যে আর সম্ভব হচ্ছে না) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।[96] কিন্তু এর মধ্যেও আফগানিস্তান থেকে ২০১৯ এর প্রথম ছয় মাসে ৬৫৭ কেজি মেথঅ্যাম্ফেটামিন জব্দ করা হয়েছে যা নির্দেশ করে যে এই মাদকদ্রব্যটির উৎপাদন কমে নি বরং ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[97]
উল্লেখ্য যে এই অতিমারিতে অর্থনৈতিক মন্দা অথবা অবৈধ ফসল চাষের হার হ্রাস- কোন কিছুই নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের বাণিজ্যকে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি, বরং এই বৈশ্বিক সংকটের সময় এই বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। যেখানে আফগানিস্তানসহ সমগ্র বিশ্ব ২০২০ এর শুরু থেকেই অতিমারির মত একটি ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে এবং এর সাথে যুদ্ধ করছে, তার মধ্যেও বিগত দশকের মতই ২০২০ সালেও আফগানিস্তানে মার্চ থেকে জুন মাসে পপির চাষ সম্পন্ন হয়েছে।[98] নারী এবং এই সময়ে যারা চাকরি হারিয়ে বেকার বসে ছিলেন তারা সবাই পপি চাষের সাথে যুক্ত ছিল।[99] প্রাথমিকভাবে, পাকিস্তানের সাথে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পপি বীজের যোগান কমে যাওয়ায় পপি চাষ বাঁধাগ্রস্ত হলেও দ্রুতই তা সামলে নিয়ে আগের মতই পপি চাষ সম্ভব হয়েছে। মায়ানমারে আফিমের চাষ অতিমারি শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[100] কিন্তু সেখানে চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের কারনে আফিমের বাজারে ক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছিল।[101] অতিমারি বা চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা কোনোকিছুই মেক্সিকোতে আফিম উৎপাদন এর ক্ষেত্রে কোনপ্রকার প্রভাব ফেলতে পারেনি।[102]

---

[93] "COCAINE CARTEL SHIPPING FROM SOUTH AMERICA BUSTED IN SPAIN AND THE NETHERLANDS". 16 October, 2020. Cited in https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/cocaine-cartel-shipping-south-america-busted-in-spain-and-netherlands. Accessed on 26 January, 2021
[94] Ibid
[95] World Drug Report 2020: Executive Summary, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_1.pdf . Accessed on 26 January, 2021. Page 19.
[96] Ibid
[97] Ibid
[98] World Drug Report 2020: Drug Supply, UNODC Research, June 2020. Cited in https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/WDR20_BOOKLET_3.pdf. Accessed on 26 January, 2021
[99] Ibid
[100] Ibid
[101] Ibid
[102] Ibid

জাতীয় প্রেক্ষাপটে অবৈধ মাদক চোরাচালান জনিত অপরাধের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আনুমানিক ৮০ লাখ, যার মধ্যে থেকে শতকরা ৫০ ভাগ তরুন, এবং এরা কোন না কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।[103] বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে নারী ও শিশু মাদকাসক্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও গোটাদেশজুড়ে মাদকের অপব্যবহার ও চোরাচালান থেমে ছিল না, বরঞ্চ কয়েকগুণে বৃদ্ধিই পেয়েছে। বর্তমান সরকার তাই মাদকের এই অবাধ চোরাচালান ও অপব্যবহার বন্ধে মাদকদ্রব্য-দমন অভিযান- ২০২১ পরিচালনা করার চিন্তা করছে।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) এর উপাত্ত অনুযায়ী, মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে মাদকের চোরাচালান সংক্রান্ত মোট ৪,৫৪০ টি ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী ৪৪১৯ টি গ্রেপ্তার, ১৯৭৭ টি আহত, এবং মোট ৩৩৭ টি নিহতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[104] মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংগৃহীত উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের কারনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার মাদক ব্যবসায়ী, মাদক নির্মূল অভিযান চলাকালীন সময়ে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত, মাদকাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিবার পরিজনের ক্ষতিসাধন এবং যৌন নিপীড়নের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বিপিও উপাত্তে উঠে এসেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি কালীন এই সময়ে, (মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০) মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত সহিংস ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অহিংস (গ্রেপ্তার) ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। বিপিও এর উপাত্ত অনুযায়ী, মার্চ-জুলাই ২০২০ এর মধ্যে মোট ১৪৫ টি নিহতের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ২০১৯ এ, সারাবছরে মোট ১৩৭ টি। মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ বিপিও উপাত্ত অনুযায়ী, সর্বোচ্চ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিভাগে (১১৫৮) (মোট আহত ৭৪, নিহত ১০৫ টি ঘটনা)লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে, সর্বোচ্চ অহিংসতার ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী বিভাগে (গ্রেপ্তার ১০০১ টি ঘটনা)।[105] ময়মনসিংহ বিভাগে সর্বনিম্ন সহিংস ও অহিংস ঘটনা উঠে এসেছে বিপিও উপাত্তের মাধ্যমে। বিগত বছর গুলোর মত এই বছরের (মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০) বিপিও পর্যালোচনায় ও দেখা গেছে, কক্সবাজার জেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, মোট নিহতের ১৩৫ টি এবং মোট আহতের ১১৪ টি ঘটনা এই জেলায় সংঘটিত হয়েছে।[106]

বিপিও এর উপাত্ত অনুযায়ী, কোভিড-১৯ মহামারি পূর্ববর্তী সময়ে (২০১৯) তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা তুলনামুলকভাবে বেশি সংঘটিত হয়েছিল (১৩৯ টি ঘটনা) যেখানে মহামারি কালীন সময়ে (মে ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০) এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ টি।[107] বেশিরভাগ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলোতে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং মাদক কারবারিদের মধ্যে। কোভিড -১৯ মহামারি কালীন এই অবস্থায় সারা দেশজুড়ে কঠোর লকডাউন চলাকালীন সময়ে, মাদক চোরাকারবারিরা বিকল্প পথে মাদক পাচার অব্যহত রাখে। কখনও সবজি বোঝাই পরিবহন ব্যবহার করে, কখনওবা জরুরী কাজে নিয়োজিত আন্তঃজেলা

[103] 'Saving Bangladeshi children from drug addiction.' Cited in https://www.ucanews.com/news/saving-bangladeshi-children-from-drug-addiction/87164#. Accessed on 25 December 2020.
[104] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 12 January 2021.
[105] Ibid.
[106] Op.cit.
[107] Bangladesh Peace Observatory. Cited in http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed on 12 January 2021.

পরিবহন সমূহ ব্যবহার করে।[108] মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং এর বিস্তৃতির সক্রিয় রইয়েছে বিভন্ন স্তরে বিভক্ত একটি পরিপূর্ণ মাদক কারবারি চক্র, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারি ইত্যাদি।[109]

সম্প্রতি একটি নতুন ধরনের মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে পথশিশুদের মধ্যে। সহজলভ্য এই মাদকদ্রব্যটি হল জুতা তৈরিতে ব্যবহৃত এক ধরনের আঠা, যাকে বলা হয় 'ডান্ডি'।[110] মূলত আট থেকে ষোল বছরের পথশিশু এবং নিম্ন আয়ের যুবকদের মধ্যে এই মাদক নেওয়ার প্রবণতা বেশি।[111] জুতা তৈরিতে ব্যবহৃত এই আঠা প্লাস্টিকের পলিথিনে ভরে শুকে থাকে মাদকাসক্ত শিশুরা , যা এক ধরনের ঘোর সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লাখ শিশু- কিশোর মাদকে আসক্ত এবং তাদের অনেকাংশই নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত।[112]

---

[108] "Cattle drug smuggling linked-near Bangladesh border," Times of India. Cited in https://timesofindia.indiatimes.com/city/shillong/cattle-drug-smuggling-linked-near-bangladesh-border/articleshow/79337549.cms. Accessed on 12 December 2020.

[109] "Narconomics': How The Drug Cartels Operate Like Wal-Mart and McDonald's," NPR. Cited in https://www.npr.org/2016/02/15/466491812/narconomics-how-the-drug-cartels-operate-like-wal-mart-and-mcdonalds. Accessed on 10 December 2020

[110] "Saving Bangladeshi children from drug addiction," Union of Catholic Asian News. Cited in https://www.ucanews.com/news/saving-bangladeshi-children-from-drug-addiction/87164#. Accessed on 15 December 2020.

[111] "Glue-sniffing: childhood lost on the streets," The Daily Star. Cited in https://www.thedailystar.net/city/stories-of-streetchildren-in-dhaka-1863751. Accessed on 9 December 2020.

[112] "Bangladesh: Drug use among Bangladeshi children reaches 2.5million," The Muslim News. Cited in http://muslimnews.co.uk/news/south-asia/bangladesh-drug-use-among-bangladeshi-children-reaches-2-5million/. Accessed on 29 December 2020.